আইনে রাসূল

বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়

প্রকাশক ঃ

আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ ঃ
মুহাররম ১৪২৪ হিজরী
মার্চ ২০০৩ ঈসায়ী।
দ্বিতীয় প্রকাশঃ
ছফর ১৪২৮ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ঈসায়ী
ফাল্গুন ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আল-ইসলাম কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

BAKTA O SROTAR PARICHAY :
WRITTEN & PUBLISHED BY ABDUR RAZZAQ BIN YOUSUF MUHADDIS, AL-MARKAZUL ISLAMI AS-SALAFI, NAWDAPARA P.O. SAPURA, RAJSHAHI.

সূচীপত্র

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। 'আইনে রাসূল দো'আ অধ্যায়' বই প্রকাশের পরপর 'বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়' বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই। ব্যস্ততার দরুন ইচ্ছা থাকলেও দ্রুত বের করতে পারিনি। অবশেষে 'তাবলীগী ইজতেমা ২০০৩'-কে সামনে রেখে বইটি প্রকাশিত হ'ল। ফালিল্লাহিল হামদ।

ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্ন সভা-সমিতিতে কথা বলার অভ্যাস ছিল। তবে তখন যাচাই-বাছাই করে বক্তব্য প্রদান করার অনুভূতি ছিল না। কর্মজীবনের শুরু থেকেই এ অনুভূতি জাগ্রত হয়। বিশেষ করে বক্তৃতা জগতে নেমে দেখি অধিকাংশ মুফাসসির ও বক্তা মিথ্যা তাফসীর ও মিথ্যা বক্তব্যের মাধ্যমে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অপরদিকে সরল-সিধা মুসলমানগণ তাদের মিথ্যা বক্তব্য শ্রবণে যার পর নেই বিভ্রান্ত হচ্ছে। ফলে ইসলামের আদি রূপ তাদের কাছ থেকে ক্রমেই চির বিদায় নিচ্ছে। এহেন অবস্থার উত্তরণের লক্ষ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

এই বইটিতে মিথ্যা বক্তব্য দানকারী আলেমের পরিণতি ও তাদের সহযোগিতাকারী শ্রোতাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাতের পাশাপাশি সত্যিকারের বক্তা ও শ্রোতার পরিচয় কি হবে সে সম্পর্কেও আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। বইটি পাঠে সাধারণ মুসলমানগণ উপকৃত হ'লেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

যারা বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। সেই সাথে মুদ্রণ ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে সুধী পাঠকদের সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আল্লাহপাক আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক্ব দিন-আমীন!!

॥লেখক॥

আল্লাহর পথে দাওয়াত দান যরূরী

আল্লাহর পথে দাওয়াত নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের জন্য যরূরী। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এ মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ-

'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আপনি যদি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না' *(মায়েদা ৬৭)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধি-বিধান তথা 'অহি' মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে বলেছেন এবং তা না পৌঁছালে তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেন না বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। সেই সাথে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে গিয়ে মানুষের পক্ষ থেকে কোন বিপদাপদ আসলে তিনি রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দান করেছেন। শুধু তাই নয় সর্বশ্রেণীর মানুষ যে সঠিক পথ গ্রহণ করবে না সে কথাও অত্র আয়াতে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ প্রেরিত বিধান মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব শুধু নবী-রাসূলগণের জন্য খাছ নয়; বরং সর্বযুগের সকল আলেমে দ্বীনের জন্য এ দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وِلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'আপনি আপনার পালনকর্তার দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দিন। আর আপনি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না' *(ক্বাছাছ ৮৭)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক নবীকে বলেন, আপনি তাওহীদের দাওয়াত দিন। অন্যথায় আপনি মুশরিকদের

সহযোগী হবেন। কারণ তারা আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেয় না। অতএব যারা দ্বীন অবগত হওয়ার পর অন্যদের দাওয়াত দিবে না, তারা মুশরিকদের সহযোগী হবে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ-

'আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন কুরআন বা সঠিক জ্ঞান এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর পসন্দনীয় পন্থায় প্রত্যুত্তর করুন' *(নাহল ১২৫)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পবিত্র কুরআন ও উপকারী সুন্দর কথার মাধ্যমে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন। সেক্ষেত্রে কোন লোক বিতর্কে লিপ্ত হ'লে তার প্রত্যুত্তন সুন্দর ও উত্তম পন্থায় দিতে বলেছেন। কাজেই আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। আর এ দাওয়াত দিতে গিয়ে কোন মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হ'লে তার প্রত্যুত্তর ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে উত্তম পন্থায় প্রদান করতে হবে। অত্র আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, দাওযাতের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীছ হ'তে হবে।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'হে নবী! আপনি বলুন, এটিই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (সুস্পষ্ট দলীল সহকারে)। আল্লাহ মহা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*।

এখানে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবীকে সঠিক পথে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সুস্পষ্ট দলীল সহকারে। সেই সাথে তাঁর অনুসারীদেরকেও দলীল সহকারে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ করেছেন। আয়াতের শেষাংশে তাওহীদের দাওেয়াত দানকারী মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয় বলে ঘোষণা

করা হয়েছে। অতএব আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আমাদেরকে সুস্পষ্ট দলীল সহকারে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا-

‘হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর পথে দাওয়াত দানকারী হিসাবে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে’ *(আহযাব৪৪-৪৫)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে ‘আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারী’ বলে ঘোষণা করেছেন এবং ‘উজ্জ্বল প্রদীপ’ বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎকর্মের প্রতি দাওয়াত দিবে এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে, আর তারাই হবে সফলকাম’ *(আলে ইমরান ১০৪)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কিছু লোককে সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্মের নিষেধ করার জন্য বের হ’তে বলেছেন। তাই আলেম সমাজকেই এ মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ-

'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ১১০)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে ঐ দলকে সবচেয়ে উত্তম বলেছেন, যারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَ اجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ-

'প্রত্যেক জাতির জন্য আমি রাসূল প্রেরণ করেছি (তাঁরা এ মর্মে যেন দাওয়াত দেন যে) তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাক' *(নাহল ৩৬)*। অর্থাৎ সর্বযুগে ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাকার দাওয়াত দিতে হবে।

অন্যত্র তিনি বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصِمُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যে আগুনের খড়ি হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তাদেরকে আল্লাহ যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয় তাই করে' *(তাহরীম ৬)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ প্রত্যেক গৃহকর্তাকে আদেশ করেন যে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

লোকমান হেকিম স্বীয় ছেলেকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেন,

يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

'হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না, নিঃসন্দেহে শিরক মারাত্মক অপরাধ' *(লোক্বমান ১৩)*।

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

'হে বৎস! ছালাত ক্বায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ। (হে বৎস!) অহংকার বশে তুমি মানুষকে ভ্রুকুঞ্চিত কর না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চল না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(লোক্বমান ১৭-১৮)*। অতএব প্রত্যেক গৃহকর্তার জন্য যরূরী হল স্বীয় পরিবারের সদস্যদের আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া এবং আল্লাহর ভয় দেখানো।

عَنْ بُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحرِ ... قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ-

আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কুরবানীর দিন আমাদের সামনে বক্তব্য পেশ করলেন। ... তিনি এক পর্যায়ে বললেন, আমি কি (আমার উপর অর্পিত রিসালাত) পৌঁছে দিয়েছি? উপস্থিত ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (আপনি পৌঁছে দিয়েছেন)। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো। (অতঃপর তিনি বললেন) উপস্থিত যারা আছে তারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এ দাওয়াত পৌঁছে দেয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৫৯; বাংলা মিশকাত ৫ম খণ্ড, হা/২৫৪১ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُوْنَ عَنِّيْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟ قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-

অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার দাওয়াত পৌঁছানো সম্পর্কে তোমাদেরকে একদিন জিজ্ঞেস করা হবে। সেদিন তোমরা কি বলবে? ছাহাবীগণ বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, নিশ্চয়ই আপনি দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন, আপনি মানুষকে উপদেশ দান করেছেন। রাসূল (ছাঃ) তখন শাহাদত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে ইশারা করে তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো (আমি তোমার পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছি)' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; বাংলা মিশকাত৫ম খণ্ড, হা/২৪৪০ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব আমাদেরকেও যথাযথভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে।

আমরা যদি দাওয়াত পৌঁছাতে অলসতা করি তবে আমাদেরকেও ক্বিয়ামতের মাঠে জবাবদিহি করতে হবে। হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلِ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার একটি কথাও জানা থাকলে অন্যের নিকট পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনীও প্রয়োজনে বর্ণনা কর, এতে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নিল' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/১৮৮ 'ইলম' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে এবং মানুষকে সতর্ক করার জন্য বনী ইসরাঈলের সঠিক কাহিনীও বর্ণনা করতে বলা হয়েছে, যেন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِي عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَـــرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘তোমাদের যে কেউ কোন অপসন্দনীয় (কথা বা কর্ম) দেখলে সে যেন বলপূর্বক হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে। (হাত দ্বারা বাধা প্রদান) সম্ভব না হ’লে যেন কথার মাধ্যমে বাধা প্রদান করে। এটাও সম্ভব না হ’লে সে যেন অন্তর থেকে ঘৃণা করে। আর এটিই দুর্বল ঈমান’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৯১০ ‘ভাল কাজের আদেশ প্রসঙ্গ’ অধ্যায়)*।

এখানে দাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছ এবং সম্ভবপর যে কোন একটি পথ অবলম্বনের জোরালো তাকীদ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য এক শ্রেণীর আলেম পেশা হিসাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে দাওয়াত প্রদান করছেন। সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর আলেম ছাত্র পড়ানোকে যথেষ্ট মনে করছেন। অথচ সর্বপ্রকার দাওয়াতের চেষ্টা ব্যতীত বিচারের মাঠে সফলতা লাভ সম্ভব নয়।

দাওয়াত দানে অলসতাকারী ধ্বংস প্রাপ্ত হবে

আল্লাহর পথে দাওয়াত দানে অলসতাকারীর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِـــيْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعُ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُّوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهَا وَصَـــارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَعلاَهَا فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ أَعْلَهَا فَتَاذَوا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِيْنَةَ فَأَتَوْهُ فَقَالوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِـــيْ وَلاَ

بُدَّلِيْ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوْهُ وَنَجُّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوْهُ أَهْلَكُوْهُ وَأَهْلَكُوْا أَنْفُسَهُمْ.

নূ‘মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর বিধান পালনে অলসতাকারী ও অমান্যকারীর দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের ন্যায় যারা লটারীর মাধ্যমে কেউ জাহাজের উপরে, কেউ জাহাজের নীচে স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নীচে রয়েছে, তারা পানি আনার জন্য উপরে গেলে উপরের লোকদের কষ্ট হত। কাজেই নীচের এক ব্যক্তি (পানি সংগ্রহের জন্য) একটি কুঠার নিয়ে নৌকার তলা ছিদ্র করতে আরম্ভ করল। তখন উপরের লোকজন এসে বলল, তোমার কি হয়েছে? (তুমি নৌকা ছিদ্র করছ কেন?) সে বলল, উপরে পানি আনতে গেলে তোমাদের কষ্ট হয়, আর পানির আমার একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে যদি তারা ঐ ব্যক্তিকে নৌকা ছিদ্র করতে বাধা দেয় তবে তারা তাকে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করল। আর যদি তাকে নৌকা ছিদ্র করার কাজে ছেড়ে দেয় তবে তারা তাকে এবং নিজেদের ধ্বংস করল’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৯১১)*।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مِنْكُمْ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوْشِكُ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُّغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ.

আবু বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই মানুষ যখন কোন অপসন্দ কথা বা কর্ম লক্ষ্য করে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে না, অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি দিবেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপ হ’তেথাকে এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিরোধ না করে, তখন আল্লাহ সকলকেই শাস্তি দেন’ *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫১৪২; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৯১৫)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ أَقْلِبَ مَدِيْنَةَ كَذَا كَذَا بِأَهْلِهَا قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ.

জাবির (রাঃ) হ'তেবর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে বললেন, ওমুক ওমুক শহর তার অধিবাসী সহ উল্টে দাও অর্থাৎ ধ্বংস করে দাও। জিবরীল বললেন, প্রতিপালক! তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি এক মুহূর্তও আপনার নাফরমানী করেন না। আল্লাহ বললেন, তাকে সহ সকলকে ধ্বংস করে দাও। নিশ্চয়ই তার মুখ আমার ব্যাপারে এক মুহূর্তও চিন্তিত হয় না। অর্থাৎ অপরকে দাওয়াত প্রদান করে না' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫১৫২)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা দাওয়াত প্রদানে অলসতা করে, কিন্তু নিজেরা সর্বদা ইবাদত করে, তারাও পাপীদের সাথে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কেননা দাওয়াত দান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা ত্যাগ করা গর্হিত অপরাধ। কাজেই দাওয়াতী কাজ না করে শুধুমাত্র ইবাদতে মশগূল থাকলে সে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না।

দাওয়াতের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ.

'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ'তে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম

ও অসৎকর্ম সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে' *(হা-মীম সিজদা ৩৩-৩৪)*।

আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দাওয়াত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার বিনিময়ে মানুষ সবচেয়ে উত্তম হ'তে পারে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বভাব ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَتَوَاصَوا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ.

'অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(বালাদ ১৭)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শেখে, যা মানব সমাজে নিতান্ত প্রয়োজন।

আল্লাহ বলেন,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ.

'কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(সূরা আছর)*। এ সূরাটি মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লা্হ তা'আলা এখানে হক্ব এর দাওয়াত দিতে বলেছেন। আর হক্ব এর দাওয়াত দিতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হ'লে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন এবং পরস্পরকে হক্বের উপদেশ দানকারী ক্ষতিগ্রস্ত নয় বলেছেন।

عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه.

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী পাবে, যে ঐ পথে চলবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/১৯৯ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عَنْ جَابِرٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُـــنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ غَيْرِ أَنْ يُّنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَـــنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَ وَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.

জারীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি (দাওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামের একটি (মৃত) সুন্নাত চালু করবে সে তার নেকী পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকী পাবে তাদের সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো নেকী কমকরা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ আমল চালূ করবে সে জন্য তার পাপ রয়েছে। আর ঐ মন্দ আমল করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২০০'ইলম' অধ্যায়)*।

عن أبي مسعود قال سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ إِمْـــرَاً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল উজ্জল করুক যে ব্যক্তি আমার কোন হাদীছ শুনে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবে অপরের নিকট পৌঁছে দেয়। কেননা অনেক সময় যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হয়' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩০; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২১৬ 'ইলম' অধ্যায়)*। এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াত দানকারীর কল্যাণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন।

عن الحسن مرسلاً قَالَ سُئِلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِـــيْ بَنِيْ إِسْرَئِيْلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّ الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسَ فَيُعَلِّمُ النَّـــاسُ الْخَيْـــرَ وَالْآخَرُ يَصُمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ هذَا الْعَالِمِ الَّذِيْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسَ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِـــدَ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ.

হাসান বাছারী (রাঃ) হ'তে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বনী ইসলাঈলের দু'জন লোক সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি কেবল ফরয ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। অপরজন ছিলেন আবেদ। যিনি দিনে ছিয়াম পালন করতেন এবং রাতে ছালাত আদায় করতেন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, আলেম, যে শুধুমাত্র ফরয ছালাত আদায় করে এবং লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয় সে উত্তম ঐ আবেদের চেয়ে, যে দিনভর ছিয়াম পালন করে এবং রাতভর ছালাত আদায় করে। উভয়ের মধ্যে মর্যাদার তফাত এরূপ যেমন আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে' *(দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫০; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২৩৩ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِه وَ حَسَنَاته بَعْدَ مَوْته عِلْمًا عَلِمَهُ وَ نَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَّرَثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ أَوْ نَهَرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِـــهِ فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِهِ تَلحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পর যে সব নেক আমলের নেকী মুমিনের নিকট পৌঁছবে তা হচ্ছে (১) ইলম, যা শিক্ষা করেছে এবং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করেছে (২) নেক সন্তান, যাকে পৃথিবীতে রেখে গেছে (৩) কুরআন, যা ওয়াকফ করে রেখে গেছে। (৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) সরাইখানা, যা সে পথিকের জন্য নির্মাণ করে গেছে

(৬) খাল, যা সে খনন করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাবস্থায় দান করে গেছে' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫৪; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২৩৭ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عن عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'। অর্থাৎ প্রচারের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষা দেয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَّغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيْ بِنَقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِيْ غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحْمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كُلُّنَا يُحِبُّ ذَلِكَ فَقَالَ أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مَنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَّهُ مَنْ نَّاقَةٍ أَوْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌلَّهُ مَنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَّمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ.

ওক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বাড়ী থেকে বের হলেন, তখন আমরা আহ'লেছুফফার সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমাদে মধ্যে কে আছ যে বুত্বহান অথবা আক্বীক্ব নামক স্থানে যেতে চাও এবং দু'টি মোটা তাজা উটনী নিয়ে আসতে চাও। যা চুরিও নয়, ছিনিয়েও নেয়া নয়। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা সবাই যেতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি সকালে মসজিদে যাবে এবং দু'টি আয়াত শিখিয়ে দিবে অথবা (মানুষের সামনে) পরিবেশন করবে। এই আয়াত দু'টি উটের চেয়ে উত্তম, তিনটি আয়াত তিনটি উটের চেয়ে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উটের চেয়ে উত্তম। এভাবে যত আয়অত পরিবেশন করবে তত উটের চেয়ে উত্তম হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى إِثْنَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَ رجُلٌ أَتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَ أَنَاءَ النَّهَارِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মাত্র দু'টি বিষয়ে হিংসা করা চলে। (১) এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন, যা দ্বারা সে মানুষকে দিন রাত দাওয়াত দেয়। (২) এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অর্থ দিয়েছেন, যা থেকে সে রাত দিন দান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৩)*।

عن أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَ يَتَدَارِسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ غَشِيَتْهَمَ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন ঘরে (মসজিদ বা মাদরাসায়) সমবেত হয়ে তাঁর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং তা জানার জন্য পরস্পর আলোচনা করে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে। ফেরেশতাগণ রহমতের চাদর দ্বারা তাদেরকে ঘিরে থাকেন। আল্লাহ তাঁর নিকটতম ফেরেশতাদের সমানে গর্বভরে তাদের কথা উল্লেখ করেন (দেখ তারা আমাকে না দেখে কিভাবে আমার কিতাব চর্চা করছে, আমি কি তাদের ক্ষমা করে দিব না?)। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/১৯৪ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عن أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ دَعَـــا إِلَـــى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সঠিক পথের দাওয়াত দেয় তার জন্য ঐ পরিমাণ নেকী রয়েছে, যে পরিমাণ নেকী উক্ত দাওযাতের অনুসারীগণ পাবে। কিন্তু তাদের নেকী বিন্দুমাত্র কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দাওয়াত দেয় তার জন্য ঐ পরিমাণ পাপ রয়েছে, যে পরিমাণ পাপ উক্ত পথের অনুসারীগণ পাবে। কিন্তু তাদের পাপ বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮; বাংলা মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/১৫১ 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

عن عمر بن عوف قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَ سَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسَ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ.

আমর ইবনে আউফ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই ইসলাম সংখ্যালঘু অথবা দুর্বল অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে, আবার ঐ অবস্থায় ফিরে যাবে। তবে তারাই সফলকাম, যারা আমার পর বিনষ্ট সুন্নাতকে দাওয়াতের মাধ্যমে সংশোধন করবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭০-এর টীকা দ্রঃ; বাংলা মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/১৬২)*।

উল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, দাওয়াত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (ছাঃ) দাওয়াতের উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছেন। মানুষের ভ্রান্ত হ'তেসঠিক পথে ফিরে আসার বড় মাধ্যম হচ্ছে এই দাওয়াত। দাওয়াত শিরক ও বিদ'আত মুক্ত হওয়ার বড় অসীলা। দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ যেমন শিরক ও বিদ'আত মুক্ত হয়, তেমনি দাঈও বড় নেকীর হক্বদার হন। কাজেই এই অন্যায়, অরাজকতা ও লুটতরাজে পূর্ণ সমাজে এবং

সুদ-ঘুষ, অন্যায়-অবিচার, নারী নির্যাতন, নারী নগ্নতা ও বেহায়াপনায় পূর্ণ সমাজে দাওয়াত দান একান্ত যরূরী।

عن أَبِي عَبْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَغْبَرَتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِـــيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

আবু আবস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে চলে কারো দু'পা ধুলায় মলিন হ'লে তকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৯৪; বাংলা মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৬২০)*।

عن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَـــةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে সকাল সন্ধ্যায় কিছু সময় ব্যয় করা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছূর চেয়েও উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯২; বাংলা মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৬১৮)*।

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَـــبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একদিন আল্লাহর পথে সময় ব্যয় করা অথবা প্রস্তুত থাকা পৃথিবী এবং তার উপর যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়েও উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯১; বাংলা মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৬১৭ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

অতএব যারা কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দাওয়াত প্রদান করে, তাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত রযেছে। তারা ইহকালে ও পরকালে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। তাদেরকে আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতারা ঘিরে রাখবে।

দাওয়াত দেওয়ার নিয়ম ও পদ্ধতি

প্রত্যেকটি কাজের কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি আছে। যার মাধ্যমে মানুষ স্বীয় লক্ষ্যপানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তেমনিভাবে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ারও কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি রয়েছে। যেদিকে গভীরভাবে খেয়াল রাখা সকল বক্তা ও দাঈর একান্ত যরূরী।

(১) হিকমত অবলম্বন করাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

'আপনি মানুষকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিন' *(নাহল ১২৫)*। আলোচ্য আয়াতে 'হিকমত' অর্থ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আর 'মাও'য়েযাতিল হাসানা' অর্থ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সদুপদেশ। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য সবচেয়ে যে জিনিসটি বেশী প্রয়োজন তাহল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। এ দু'টিই হিকমত বা কৌশল এবং যুক্তির সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ দু'টির মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করলে মানুষ সহজেই দাওয়াত গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ.

'আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি বস্তু খে যাচ্ছি, যা ভালভাবে ধারণ করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত' *(মুওয়াত্ত্বা মালিক, মিশকাত হা/১৮৬ হাদীছ ছহীহ)*। এ দু'টি বস্তুর মাধ্যমে দাওয়াত দিলে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। কাজেই এ দু'টিই হ'ল সবচেয়ে বড় হিকমত।

(২) নম্রতার সাথে বিনয়ীভাবে কথা বলাঃ

আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى.

‘তোমরা দু’ভাই ফের‘আউনের নিকট যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালংঘন করেছে। তোমরা খুব বিনয়ী হয়ে নম্রভাবে তকে দাওয়াত দাও, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে’ *(ত্ব-হা ৪৩-৪৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَبِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

‘আল্লাহর অসীম দয়া যে, আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় এবং নম্র স্বভাবের হয়েছেন। যদি আপনি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোর স্বভাবের হ’তেন তাহ’লে তারা আপনার নিকট হ’তে সরে যেত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন; প্রয়োজনে তাদের সাথে পরামর্শ করুন এবং যখন কোন কজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীকে ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

অত্র আযাতে বক্তা বা দাঈ-র জন্য পাঁচটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হয়েছে। যেমন- (১) নম্র স্বভাবের হওয়া (২) মানুষকে ক্ষমা করা (৩) মানুষের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া (৪) কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পরামর্শ করা ও (৫) আল্লাহর উপর ভরসা করা।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা নম্র স্বভাবের অধিকারী, তিনি নম্র স্বভাব ভালবাসেন। তিনি নম্র স্বভাবের উপর যত অনগ্রহ করেন, কঠোর স্বভাবের উপর তত অনুগ্রহ করেন না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৪৭ ‘কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা’ অধ্যায়)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার মধ্যে নম্র স্বভাব থাকবে, (সমাজে) সে সম্মানিত হবে। আর যার মধ্যে নম্র স্বভাব থাকবে না, সে অপমানিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৪৮ 'কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা' অধ্যায়)*।

عن جرير عن النبي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ.

জারীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যাকে নম্র স্বভাব হ'তেবঞ্চিত রাখা হয়, তাকে কল্যাণ হ'তেবঞ্চিত রাখা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৯)*।

(৩) উত্তম পন্থায় জওয়াব দেওয়াঃ

আল্লাহ বলেন,

ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ.

'আপনি উত্তম পন্থায় জওয়াব দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করুন, দেখবেন যে ব্যক্তির সাথে আপনার শত্রুতা রয়েছে সেও যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে' *(হা মীম সিজদা ৩৪)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে উত্তম পন্থায় প্রত্যুত্তর করতে উপদেশ দিয়েছেন। যার ফলে চরম শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।

وَلاَتُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ.

'আহলেকিতাবদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় উত্তম পন্থা অবলম্বন করবে। তবে যারা যুলম-অত্যাচার করে, তাদের সাথে নয়' *(আনকাবূত ৪৬)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা আহলেকিতাবদের সাথে উত্তম পন্থায় প্রত্যুত্তর করতে বলেছেন। সুতরাং চরম শত্রুও আমাদের নিকট থেকে উত্তম আচরণ পাবার অধিকার রাখে। আর এর ফলে চরম শত্রুটিও এক সময়ে পরম বন্ধু হ'তেপারে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

‘আপনি তাদের প্রত্যুত্তর উত্তম পন্থায় দিন’ *(নাহল ১২৫)*। উপরের দলীল সমূহের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, দাওয়াত দানে কোন মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হ’লেতার জওয়াব নম্রভাবে উত্তম পন্থায় দিতে হবে।

(৪) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেইঃ

স্বাভাবিক অবস্থার জন্য এ নিয়ম এবং সকল দাঈর জন্য প্রযোজ্য। তবে কাফির মুশরিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

‘দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই’ *(বাক্বারাহ ৭৩)*। তিনি আরো বলেন,

فَذَكِّرِ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ.

‘আপনি উপদেশ দিন, আপনি কেবল উপদেশ দাতা মাত্র। আপনি তাদের শাসক বা দারোগা নন’ *(গাশিয়া ২১-২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى

‘আপনি উপদেশ দান করুন, যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়’ *(আলা ৯)*।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

‘আপনি উপদেশ দান করুন, নিশ্চয়ই উপদেশ মুমিনকে উপকৃত করে’ *(যারিয়াত ৫৫)*।

(৫) সর্বদা দাওয়াতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাঃ

দাওয়াত দেওয়া প্রতিটি মানুষের জন্য যরূরী। দাওয়াত দানের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। অবিরাম দাওয়াতের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত সর্বাবস্থায় চলত। আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلاً وَّ نَهَارًا ... ثُمَّ إِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا.

'(নূহ বলেন) হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। ... অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, তারপর আমি তাদেরকে ঘোষণা সহকারে দাওয়াত দিয়েছি এবং গোপনে গোপনেও দাওয়াত দিয়েছি' *(নূহ ৫, ৮-৯)*। দাঈ যখনই সময় পাবেন তখনই দাওয়াত দিবেন প্রকাশ্যে-গোপনে, ব্যক্তিগতভাবে- সমষ্টিগতভাবে এবং রাতে ও দিনে। সর্বাবস্থায়ই দাওয়াত দান যরূরী। দাঈর কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র দাওয়াত দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنَ.

'রাসূলের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া' *(আনকাবূত ১৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَـــارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَدِقُهَا.

'হে নবী! আপনি বলুন, হক্ব আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসে। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, আর যার ইচ্ছা অমান্য করুক। নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে' (ইসরা ২৯)। হেদায়াত করার একমাত্র মালিক আল্লাহ।

আল্লাহ পাক বলেন, إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى

'নিশ্চয়ই হেদায়াতের দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে' *(লায়ল ১২)*।

(৬) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়াঃ

দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী। আল্লাহ বলেন,

إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحَى إِلَيَّ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

'আমি (মুহাম্মাদ) আমার উপর যা 'অহি' অবতীর্ণ হয় তারই অনুসরণ করি। যদি আমি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি তাহ'লেক্বিয়ামতের কঠিন শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুস ১৫)*। আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) 'অহি' অনুযায়ী দাওয়াত দিতেন এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় করতেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحَى.

'তিনি (মুহাম্মাদ) নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কিছুই বলেন না, তার নিকট যা অহি অবতীর্ণ হয় তাই বলেন' *(নাজম ২৩)*।

(৭) আল্লাহর জন্য আমল খালেছ করাঃ

আল্লাহ বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ.

'তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন একাগ্রচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে' *(বাইয়িনাহ ৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ صلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

'হে নবী! আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য' *(আন'আম ১৬২)*।

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُ أَعْمَلَكُمْ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلاَّ مَـــا خُلِّصَ لَهُ.

‘হে মানব জাতি! তোমরা একনিষ্ঠভাবে আমল কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা একনিষ্ঠ আমল ছাড়া কোন আমল কবুল করেন না’ *(বাযযার, তারগীব ১/৫৫)*। আলম কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে ‘ইখলাছ’।

(৮) নিয়ত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করাঃ

আমল কবুলের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে নিয়ত বিশুদ্ধ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

‘আমল সমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। নিশ্চয়ই মানুষ যা নিয়ত করে তাই প্রতিফলিত হয়’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১)*।

(৯) জ্ঞানার্জন করাঃ

দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে কুরআন-হাদীছের জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক দাঈর জন্য একান্ত প্রয়োজন। তা না হ’লেসে সঠিকভাবে প্রচার ও প্রসার করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.

‘পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’ *(আলাক্ব ১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ.

‘আপনি এই জ্ঞানার্জন করুন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই এবং আপনি আপনার পাপের জন্য ক্ষমা চান’ *(মুহাম্মাদ ১৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

‘নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হ’তেকেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করে’ *(ফাতির ২৮)*।

عن أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْـتَمِسُ فِيْهِ عِلمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে পথ চলতে থাকে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/১৯৪ 'ইলম' অধ্যায়)*।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, أَلْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ والْعمَلِ.

'কথা ও কর্মের পূর্বে ইলম' *(বুখারী ১/১৬ পৃঃ)*।

(১০) ধৈর্যশীল হওয়াঃ

দাওয়াতী কাজে ধৈর্যশীল হওয়া দাঈদের জন্য অতীব যরূরী। এর কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ বলেন, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

'আর যারা পরষ্পরে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়' (তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত নয়) *(আছর ৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ.

'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও' *(বাক্বারাহ ৪৬)*। আল্লাহ আরো বলেন,

وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

'(লোক্বমান হেকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দেন) তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই ইহা সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্তর্ভুক্ত' *(লোক্বমান ১৭)*।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

'নিশ্চয়ই ধৈর্যধারণকারীদেরকে অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে' *(যুমার ১০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

أُوْلَئِكَ يُؤْتُوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ.

'তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেওয়া হবে। আর তারা মন্দের জওয়াব ভালর মাধ্যমে দেয়' *(ক্বাছাছ ৫৪)*। আল্লাহ বলেন,

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّ لِلّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

'আপনি ঐসব ধৈর্যধারণকারীদের সুসংবাদ দিন, যারা কোন বিপদের সম্মুখীন হ'লে বলে যে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ১৫৪-১৫৫)*।

(১১) আল্লাহর উপর ভরসা রাখাঃ

প্রতিটি কাজের পূর্বে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। বিশেষ করে আল্লাহর পথের দাঈদের জন্য আরো বেশী যরূরী। আল্লাহ বলেন,

قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

'হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, ভরসাকারীরা তাঁর উপর ভরসা করে' *(যুমার ৩৮)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وِمِنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْئٍ قَدْرًا.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যতেষ্ট, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন' *(তালাক্ব ৩)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। যারা ঝাঁড়-ফুঁক গ্রহণ করে না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৫; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৫০৬৫ 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ)*।

(১২) দাওয়াত অনুযায়ী আমল করাঃ

দাওয়াত দাতা যে বিষয়ের উপর দাওয়াত দিবেন, সে বিষয়ে নিজেকে আমল করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন না।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা বল না যা তোমরা নিজেরাই কর না। তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর নিকট কঠিন গোনাহের কাজ' *(ছফ ২-৩)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ.

'তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, যা তোমরা নিজেরাই কর না। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করছ। তোমরা কি বুঝ না' *(বাক্বারাহ ৪৪)*।

عَنْ أُسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ يِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقِى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِيْ النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيْهَا كَطَحَنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ

فَيَجْمَعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُوْنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُفِ وَلاَآتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে ঝুলতে থাকবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনিভাবে গাধা (আটা পেষা) জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হ'তেনিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে ভাল কাজ করতে আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হ'তেনিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৯১২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'ভাল কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*।

(১৩) হক্ব প্রকাশ করা এবং বাতিলের সাথে আপোস না করাঃ

দাওয়াত দান যেমন প্রত্যেক মানুষের জন্য যরূরী তেমনি তা প্রচার করার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রচার করাও যরূরী। আর এটা দাঈর জন্য আমানত। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمنًا قَلِيْلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

'যারা সেসব বিষয় গোপন করে যা আল্লাহ তা'আলা কিতাবে নাযিল করেছেন, তারা অল্প মূল্যে কুরআন বিক্রি করে আগুন দ্বারা পেট পূর্ণ করে। আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(বাক্বারাহ ১৭৪)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَ لاَ تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

‘তোমরা হক্বের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ কর না, আর তোমরা জেনে শুনে হক্বকে গোপন কর না’ *(বাক্বারাহ ৪২)*।

সুতরাং দাঈকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান সঠিক ও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করতে হবে। হক্ব ও বাতিলের সংমিশ্রণ করা চলবে না। আর মানুষকে সহজে আকৃষ্ট ও নিজ দলে নেওয়ার জন্য ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে জাল ও যঈফ হাদীছ এবং বানাওয়াট গল্প বলা যাবে না।

(১৪) সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়াঃ

দাঈ বা বক্তার জন্য যে বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে বক্তাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। যার চরিত্র যত বেশী ভাল তার দাওয়াতী কাজে তত বেশী বরকত ও সুফল হবে। প্রত্যেক ভাল কথা ও ভাল কর্মকে উত্তম চরিত্র বলা যায়। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

‘অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মাঝে অনুসরণীয় আদর্শ’ *(আহযাব ২১)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

‘নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী’ *(ক্বলাম ৪)*। উত্তম চরিত্র হচ্ছে মানুষের অমূল্য সম্পদ। উত্তম চরিত্র দিয়ে চরম শত্রুকেও ঘায়েল করা যায়। যা অর্থ-কড়ি দিয়ে সম্ভব নয়।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرَهْتَ أَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নেকী হল উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। আর পাপ হচ্ছে যে কাজ করলে তোমার অন্তরে খটকা লাগে, আর মানুষের নিকট প্রকাশ হওয়াকে তুমি অপসন্দ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৩; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/ ৪৮৫২ 'আদব' অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحسَنُكُمْ أَخْلاَقًا.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বেশী প্রিয় যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৪; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৫৩)*।

عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الإِنْسَانُ قَالَ الْخُلُقُ الحَسَنُ.

মুযায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! মানুষকে সবচেয়ে উত্তম জিনিস কি প্রদান করা হয়েছে? তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র' *(বায়হাক্বী, শারহুস সুন্নাহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৫০৭৮; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৫৭ সনদ ছহীহ)*।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَثْقَلَ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَ إِنَّ اللهَ يَبْغُضُ الْفَاحِشُ الْبَذِيَّ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে যে জিনিসটি বেশী ভারি হবে তা হচ্ছে তার উত্তম চরিত্র।

আল্লাহ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগকারীকে পসন্দ করেন না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮১; সনদ হাসান, বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৭৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পূর্ণ মুমিন সে, যার চরিত্র উত্তম' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫১০১; সনদ হাসান, বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৭৪)*।

(১৫) বক্তাকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি নবীদের একজন উত্তরাধিকারীঃ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নিশ্চয়ই নবীগণ অর্থের উত্তরাধিকারী করেন না। আলেমগণ একমাত্র বিদ্যার উত্তরাধিকারী হন। (অর্থাৎ তাদেরকেই জনগণের নিকট দাওয়াত পৌঁছাতে হবে)' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২১২; সনদ হাসান, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২০২ 'ইলম' অধ্যায়)*।

(১৬) দাঈকে আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদানে অটল ও অবিচল হ'তে হবেঃ

দাঈকে সর্বাবস্থায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে হবে। কোন সমস্যা যেন তাকে বিচ্যুত করতে না পারে। কোন নিরাশা যেন তাকে ভেঙ্গে ফেলতে না পারে। হক্ব প্রচারে দৃঢ় হ'তেহবে। আমর সঠিক করে নিয়ত খালেছ করে পরকালে নেকীর প্রত্যাশা করতে হবে।

(১৭) দাঈকে কথা ও কর্মে মর্যাদাপূর্ণ হ'তেহবে। বাতিল যেন তার উপর লোভনীয় না হয় এবং মুখলেছ যেন তাকে ভয় না পায়। শুধুমাত্র কল্যাণপূর্ণ কথা ছাড়া চুপ থাকতে হবে। অন্তর প্রশস্ত হ'তেহবে। নম্রভাষী হ'তে হবে।

(১৮) কণ্ঠ জোরালো হবে। তবে কর্কশ ও কঠোর হবে না। বক্তৃতার সময় বেশী থেমে থাকা অথবা এ্যাঁ এ্যাঁ করা হ'তেবিরত থাকতে হবে। হাস্যকর কথা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিষয়ের বহির্ভূত কথা থেকে বিরত থাকতে হবে। কথা বলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কুরআন-হাদীছের উপর কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বিষয় ভিত্তিক কুরআন-হাদীছ মুখস্ত করতে হবে। কুরআন ও হাদীছের কাহিনী যথাযথভাবে অবগত হ'তেহবে।

(১৯) সুর করে বক্তব্য দান থেকে বিরত থাকতে হবে। সুরের বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া কম হয়। কম স্মরণে থাকে। চোখের আকৃতি পরিবর্তন করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তব্য দেওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে একটি কথা তিনবার বলা সুন্নাত। জাবির (রাঃ) বলেন,

রাসূল (ছাঃ) যখন বক্তব্য দিতেন তখন তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেত। তাঁর কণ্ঠ উঁচু হত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৭; বাংলা মিশকাত ৩য় খণ্ড, হা/১৩২৩ 'জুম'আর খুৎবা' অনুচ্ছেদ)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন, তখন বুঝানোর উদ্দেশ্যে তিনবার বলতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৮; বাংলা মিশকাত ২য়খণ্ড, হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*।

বক্তব্য তদন্ত সাপেক্ষ হ'তে হবে

বক্তার জন্য বক্তব্য তদন্ত করে পেশ করা আবশ্যক। কেননা এক শ্রেণীর নামধারী আলেম ধর্মকে বিকৃত করার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করছে। এ ধরনের আলেমই ইসলাম প্রচারের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তাদের পরকাল ভয়াবহ। দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের আলেমকেই সমাজ বেশী মূল্যায়ণ করে। তদন্ত বিহীন দ্বীন প্রচারকারী আলেমদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, একজন দাঈর মিথ্যুক হওয়ার জন্য ইহাই যতেষ্ট যে, সে যা শ্রবণ করবে তাই প্রচার করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬; বাংলা মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/১৪৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِحَسْبِ الْمَرْءِ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বলেন, একজন ব্যক্তিন মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শ্রবণ করবে তাই বলবে' *(মুসলিম মুকাদ্দামা দ্রষ্টব্য)*।

قَالَ مَالِكٌ إِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلاَّ يَكُوْنُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, জেনে রেখো! যদি কোন ব্যক্তি যা শুনে তা বলে তবে সে মিথ্যা থেকে নিরাপদ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি শুনা কথা বলে সে কখনও ইমাম হ'তেপারে না' *(মুসলিম মুকাদ্দামা দ্রষ্টব্য)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের অনেক অংশ বাতিলের সাথে মিশে থাকবে এবং এক শ্রেণীর আলেম তদন্ত না করে যা শুনবে তাই প্রচার করবে। এরূপ প্রচারকারী হবে স্পষ্ট মিথ্যাবাদী। বর্তমান সমাজে এর বাস্তবতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অসংখ্য বক্তা এমন আছেন যারা বিনা দলীলে মনগড়াভাবে বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তাদের সুরেলা কণ্ঠের মিথ্যা কাহিনী সম্বলিত বক্তব্য শুনে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। বস্তুত তারা প্রতিনিয়ত ইসলাম বিকৃত করে চলেছে। অতএব সমাজের চক্ষুষ্মানদের উচিত হবে তাদেরকে মিথ্যা বক্তব্য প্রদানে বাধা প্রদান করা।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبَ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنِ.

সামুরা ইবনু জুনদুব এবং মুগীরা ইবনু শো'বা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে হাদীছ বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে তা মিথ্যা, তাহ'লে সে মিথ্যাবাদীর একজন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/১৮৯ 'ইলম' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে মিথ্যা প্রচারকারীকে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন বলা হয়েছে। অপরজন হচ্ছে মিথ্যা হাদীছ রচনাকারী। অর্থাৎ মিথ্যা হাদীছ রচনাকারীর যেরূপ পাপ হবে উক্ত মিথ্যা হাদীছ প্রচারকারীরও একই পাপ হবে।

عن عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يَلِجُ النَّارَ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। আমার উপর মিথ্যারোপকারী জাহান্নামে যাবে' *(মুসলিম, মুকাদ্দামা দ্রষ্টব্য)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَـــذِبًا فَلْيَتَبَــوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়' *(মুসলিম, মুকাদ্দামা দ্রষ্টব্য)*।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

মুগীরা ইবনু শো'বা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়' *(মুসলিম, মুকাদ্দামা দ্রষ্টব্য)*।

হাদীছ সমূহের আলোকে এ কথা বলা যায় যে, কোন দাঈ বা বক্তা যাচাই না করে কোন জাল বা যঈফ হাদীছকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। এরূপ ঘৃণিত কর্ম হারাম। হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী এ ধরনের বক্তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। কাজেই মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করার জন্য ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে জাল বা ভিত্তিহীন হাদীছ, বানাওয়াট গল্প-কাহিনী, বুযুর্গানের নামে মিথ্যা গল্প বলে তাবলীগ বা দাওয়াত দেওয়া কোন মুসলমানের জন্য সমীচীন নয়। ছাহাবীগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারাই দাওয়াত দিয়েছেন। আর এতেই মানুষ দাওয়াত কবুল করেছে। কেউ যদি মনে করেন যে, যে পন্থায়ই হউক মানুষকে হেদায়াত করাই আসল উদ্দেশ্য। সেখানে সত্য-মিথ্যা জাল-যঈফ মিথ্যা গল্প-কাহিনী যাই থাক না কেন। এগুলো আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই। তাহ'লেএটা মারাত্মক ভুল হবে এবং এর পরিণতিও হবে যার পর নেই ভয়াবহ। সুতরাং কথা বলার সময় বক্তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَ حَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার একটি কথা জানা থাকলেও তোমরা অন্যের নিকটে তা পৌঁছে দাও এবং প্রয়োজনে বনী ইসরাঈলের (ছহীহ) কাহিনীও বর্ণনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮; বাংলা মিশকাত ২য়খণ্ড, হা/১৮৮ ‘ইলম’ অধ্যায়)*।

আলোচ্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) তিনটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। (১) তাঁর একটি কথা জানা থাকলেও অন্যের নিকট পৌঁছাতে বলেছেন। যারা জেনে পৌঁছায় না তারা রাসূলের নাফরমানী করে। তবে দাওয়াত ও তাবলীগের সময় অবশ্যই চূড়ান্তভাবে জেনে নিতে হবে যে, এটি রাসূলের কথা কি-না। (২) বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা করতে বলেছেন। অবশ্যই তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ’তেহবে। (৩) রাসূলের উপর যারা মিথ্যারোপ করে তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَ لَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا إِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوا.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের হ’তে ইলম টেনে বের করে উঠিয়ে নিবেন না। বরং আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম থাকবে না তখন মানুষ মূর্খ (নামধারী আলেম)-কে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তাদের নিকটে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করবে। তারা ইলম বিহীন ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হবে এবং জনগণকেও বিভ্রান্ত

করবে' *(বুখারী,* মুসলিম, *মিশকাত হা/২০৬; বাংলা মিশকাত ২য়খণ্ড, হা/১৯৬ 'ইলম' অধ্যায়)*।

এ হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মূর্খ বা নামধারী আলেমগণ হবে সমাজের নেতা এবং জনগণ তাদেরকেই ফৎওয়া জিজ্ঞেস করবে। আর তারাও ইলমহীন অবস্থায় ফৎওয়া প্রদান করবে। তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হবে এবং সমাজের সাধারণ মুসলমানদেরকেও বিপথে নিয়ে যাবে। বর্তমান সমাজে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ সুস্পষ্ট।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِيْ آخِــرِ الزَّمَـــانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّبُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلاَ أَبَاؤُكُمْ فَإِيَّـــاكُمْ وَإِيَّهُم لاَ يَضِلُّوْنَكُمْ وَلاَيُفْتِنُوْنَكُمْ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শেষ যামানায় কিছু মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে তারাএমন কিছু হাদীছ বা কথা বর্তা বলবে যা না তোমরা শুনেছ, না তোমাদের বাপ দাদারা কখনো শুনেছে। সাবধান! তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তাদেরকে তোমাদের থেকে বিরত রাখবে, যাতে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে। আর না পারে কোন প্রকার বিপর্যয়ে ফেলতে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪; বাংলা মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/১৪৭ 'কিতাব ও সুন্নাহেক আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

আলোচ্য হাদীছ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, শেষ যামানায় এমন কিছু সংখ্যক দাঈ হবে, যারা মিথ্যা হাদীছ, মিথ্যা কাহিনী প্রচার করবে। তারা হক্বপন্থী মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ হবে। তারা মুসলমানদেরকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে এবংতাদেরকে ফিৎনায় নিমজ্জিত করবে। তাই রাসূল (ছাঃ) এ ধরনের নামধারী মিথ্যাবাদী আলেমদের থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

জাহান্নামী আলেমের পরিচয়

জাহান্নামী আলেমের পরিচয় সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে অনেক বর্ণনা রয়েছে। আমরা এখানে তা থেকে কতিপয় বর্ণানা উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَسْتُشْهِدَ فَأتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيْهِ؟ قَـــالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى أَسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَ لَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُّقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أَمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَـــرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَّفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُـــهُ وَ قَرَأتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَـــالِمٌ وَ قَـــرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أَمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِـــيَ فِـــي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ أَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَـــهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ يُحِـــبُّ أَنْ يُّنْفَـــقَ فِيْهَـــا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أَمِـــرَ بِـــهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বয়ী নে‘মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এত নে‘মতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন

আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বাহাদুর বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যে নিজে ইলম শিক্ষা করেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছে। আল্লাহ তাকে তাঁর নে'মত স্মরণ করাবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, এ নে'মতের জন্য তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সুন্তুষ্টির জন্য কুরআন অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছ, যেন তোমাকে বিদ্বান বলা হয় এবং এজন্য কুরআন পড়েছ যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। তোমাকে বিদ্বান ও ক্বারী বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ বিপুল সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ প্রথমে তাকে তার নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন এত কিছু নে'মতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, যে সব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পসন্দ কর তা হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য সবক্ষেত্রেই সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ জন্য দান করেছ যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫; বাংলা মিশকাত হা/১৯৫ 'ইলম' অধ্যায়)*।

আলোচ্য হাদীছে তিন শ্রেণীর মানুষ ভাল আমল করেও জাহান্নামে যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (১) এমন মুজাহিদ যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করেনি। বরং দুনিয়াবী স্বার্থে নিজের বিরত্ব প্রমাণ করার জন্য জিহাদ করেছে এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি লাভ করেছে। (২) এমন আলেম বা ক্বারী, যিনি দুনিয়া

উপার্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা অর্জন করেছে এবং সমাজে নিজের সুনাম ছড়ানোর জন্য বিভিন্ন ভঙ্গিতে জাল হাদীছ ও বানাওয়াট কিচ্ছা-কাহিনী বলে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে। সমাজে সুখ্যাতি লাভের আশায় বিভিন্ন ক্বায়দায় কুরআন তিলাওয়াত করেছে। এরূপ বক্তা ও ক্বারী বর্তমান সমাজে প্রচুর দেখা যাচ্ছে। যাদের থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। (৩) এমন দানশীল, যে সমাজে সুনাম অর্জনের জন্য দানবীর হিসাবে খ্যাতি অর্জনের জন্য দান করে। হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী এ তিন শ্রেণীর মানষ যতই কুরআন -হাদীছসম্বলিত আমল করুক জান্নাতে যাবে না।

أُسَامَةَ بن زيد قال قال رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনিভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হ'তেতোমাদেরকে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯, ৯ম খণ্ড হা/৪৯১২ 'আদব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব বক্তা বা আলেম জাহান্নামে যাবে, যারা বক্তব্য অনুযায়ী নিজে আমল করে না এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে সে

অনুযায়ী আমল করতে বাধা করে না। যারা মিথ্যা এবং চুক্তিবদ্ধ হয়ে বক্তব্য দেয়, তারাও বড় অপরাধী।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يُشْدَخُ بِهِ رَأسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأخُذَهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأسَهُ وَ عَادَ رَأسُهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ ... وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُسْدَخُ رَأسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيْهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন ফেরেশতা আমার হাত ধরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি রাস্তায় কতগুলি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম। তন্মধ্যে একটি দৃশ্য দেখলাম যে, একজন আলিমের মাথা পাথর দিয়ে মেরে ভেঙ্গে চৌচির করা হচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকটে আসলাম, যে ব্যক্তি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এবং একজন ব্যক্তি বড় পাথর হাতে নিয়ে তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যখন পাথরটি তার মাথায় মারছে তখন তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথরটি নিয়ে আসার জন্য সে দিকে যাচ্ছে। পাথর নিয়ে আসার পূর্বেই তার চূর্ণবিচূর্ণ মাথা ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং যেমন ছিল তেমন হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় সে ফিরে আসছে এবং তার মাথায় মারছে। ... পরবর্তীতে ফেরেশতা দু'জন রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, ঐ যে আপনি দেখলেন, এক ব্যক্তির মাথাকে ভেঙ্গে চৌচির করা হচ্ছে সে ব্যক্তি আলিম। আল্লাহ তাকে বিদ্যা দান করেছিলেন কিন্তু সে রাতে ঘুমিয়ে থাকত বিদ্যা চর্চা করত না এবং দিনে বিদ্যা অনুযায়ী আমল করত না। আপনি যেমন দেখলেন, এরূপ তার শাস্তি হ'তেথাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২১; বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪৪১৫ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যাদেরকে ইলম দান করেছেন, তাদেরকে রাতে বিদ্যা চর্চা করতে হবে এবং দিনে বিদ্যা অনুযায়ী আমল করতে হবে। অর্থাৎ অপরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে এবং দাওয়াত অনুযায়ী নিজেকে আমল করতে হবে। যেসব আলেম বা বক্তা ইলম অনুযায়ী আমল করে না ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের মাথাকে পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চৌচির করা হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَّارٍ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যাকে তার অবগত বিদ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কিন্তু সে তা গোপন করল, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২২৩ সনদ ছহীহ, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২১৪)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْبَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করবে (সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করবে, সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও লাভ করতে পারবে না' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২২৭ সনদ হাসান, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২১৩)*।

عَنْ كَعبِ بْنِ مَالكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُصَرِّفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ.

কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তেবর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য কিংবা অজ্ঞ-মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা কার জন্য অথবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫ হাদীছ ছহীহ)*।

এখানে আলেমদের জাহান্নামে যাওয়ার তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

(১) যারা অন্য আলেমের সাথে বিতর্ক করে জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে। অর্থাৎ যারা হক্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিতর্ক করে না বরং প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে বাহাচ-মুনাযারা করে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(২) মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার জন্য যারা ইলম অর্জন করে তারা জাহান্নামে যাবে। কেননা এ বিদ্যা অর্জনের পিছনে অশুভ উদ্দেশ্য থকে।

(৩) সে সকল বক্তা বা দাঈ, যারা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বক্তব্য প্রদান করে থাকে। তারা সাধারণ মানুষের মাঝে সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে সার্বিক চেষ্টা ও পরিকল্পনা করে থাকে। তাদের ঠিকানা জাহান্নামে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيْهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِيْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে যদি বিদ্যা বিহীন অবস্থায় ফৎওয়া প্রদান করে, তাহ'লেঐ ফৎওয়া অনুযায়ী যত লোক আমল করবে সমস্ত আমলের পাপ ফৎওয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে এমন কাজের ইংগিত করে যে, সে জানে কল্যাণ এটি

ব্যতীত অন্যটিতে রয়েছে, তবে সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪২ সনদ হাসান, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২২৫ 'ইলম' অধ্যায়)*।

আলোচ্য হাদীছে দু'টি বড় পাপের কথা বর্ণিত হয়েছে। (১) যারা শারঈ বিষয়ে তদন্ত না করে দাওয়াত প্রদান করে অথবা কোন ফৎওয়া প্রদান করে ঐ দাওয়াত বা ফৎওয়ার উপর যত লোক আমল করবে এবং এতে যত পাপ হবে সমস্ত পাপ ঐ বক্তা অথবা মুফতীর উপর বর্তাবে। (২) কোন লোক পরামর্শ চাইলে যাতে মঙ্গল নিহিত আছে সে পরামর্শই তাকে দিতে হবে। জেনে শুনে কোন মন্দ পরামর্শ দিলে তা বিশ্বাসঘাতকতা বা খেয়ানত বলে গণ্য হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْا الْعِلْمَ وَ وَضَعُوْهُ عِنْـــدَ أَهْلِـــهِ لَسَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِأَهْلِ الدُّنِيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَـــاهُمْ فَهَـــانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِيْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যদি আলেমগণ ইলমের হিফাযত করতেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে তা সমর্পণ করতেন তবে নিশ্চয়ই তারা ইলমের বদৌলতে নিজেদের যামানার লোকদের নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা ইলমের মাধ্যমে দুনিয়াদারদের নিকট হ'তেদুনিয়া উপার্জন করতে পারে। ফলে তারা দুনিয়াদারদের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সকল চিন্ত াকে একই চিন্তায় পরিণত করবে আর তা হবে একমাত্র আখেরাতের চিন্তা, তাহ'লেআল্লাহ তার দুনিয়ার যাবতী চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যাকে দুনিযার নানা উদ্দেশ্য নানা চিন্তা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, তার জন্য আল্লাহ কোন চিন্তা বা পরোয়া করেন না। সে দুনিযার যে কোন স্থানে ধ্বংস হ'তেপারে' *(ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/ ২৬৩ সনদ হাসান)*।

আলোচ্য হাদীছে দু’টি জিনিস সুস্পষ্ট হয়েছে। (১) যে সমস্ত আলেম তাদের সমস্ত কাজ একমাত্র পরকালের চিন্তায় করে তাদের দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। (২) যারা দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করে অথবা দ্বীন শিক্ষা দেয় কিংবা যে কোন ধর্মীয় কাজ করে। আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন না। কেননা সে দুনিয়ার যে কোন স্থানে ধ্বংস হ’তেপারে। এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ।

عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلاَمَ قُلْتُ لاَ قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَ حُكْمِ الأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ.

তাবেঈ যিয়াদ ইবনু হুদাইর (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি কি জান, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আলেমদের পদস্খলন, আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাফিকের বাদ-প্রতিবাদ এবং নেতাদের শোষণ’ *(দারেমী, মিশকাত হা/১৬৯, সনদ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছে ওমর (রাঃ) তিন শ্রেণীর লোককে তীব্র নিন্দা করেন। (১) আলেমদের পদস্খলন, ইসলাম ধ্বংস করে অর্থাৎ আলেম যখন ইসলামকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে, ধর্মের নামে দুনিয়া উপার্জন করে, না জেনে না শুনে ফৎওয়া প্রদান করে এবং শরী‘আত তদন্ত না করে বক্তব্য পেশ করে।

(২) আল্লাহর কিতাব নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করে অর্থাৎ যারা মুনাফিক্ব আলেম তারা কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতগুলির অর্থ বের করার চেষ্টা করে এবং কুরআনের আয়াতে পরষ্পর বিরোধ প্রমাণের চেষ্টা করে। এ ধরনের মুনাফিক্ব আলেম হচ্ছে ইসলাম ধ্বংসের কারণ।

(৩) ভ্রষ্ট নেতার শাসন অর্থাৎ স্বৈরাচারী অত্যাচারী নেতা। যখন কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ বিরোধী আমল করবে এবং অধীনস্থ লোককে কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ বিরোধী আমল করতে বাধ্য করবে, তখন ইসলাম ধ্বংস হবে।

শ্রোতাদের পরিচয় ও কর্তব্য

শ্রোতাদের জন্য যরূরী হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ শুনা এবং তদনুযায়ী আমল করা। শুনে না মানা বা না মানার উদ্দেশ্যেশুনা মুনাফেকের আমল। কাজেই মেনে চলার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, 'মুমিন তারাই যারা বলে আমরা শ্রবণ করেছি ও মান্য করেছি' *(বাক্বারা ২৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কথাগুলি বলতেন সে কথাগুলি মেনে চলার জন্য ছাহাবীদের নিকট থেকে ওয়াদা বা অঙ্গীকার নিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮)*।

কোন কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে কিছু শুনে বলতেন আল্লাহর কসম যা শুনলাম তার কম-বেশী করব ন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪)*। ছাহাবীগণ শরী'আত শুনার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসতেন এবং সে অনুপাতে আমল করে জান্নাত পাওয়ার আকঙ্খা পোষণ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭)*। ছাহাবীগণ জান্নাতে প্রবেশের এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের আমল শুনতে চাইতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৯, হাদীছ ছহীহ)*।

আলোচ্য হাদীছ সমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এবং জান্নাত লাভের আশায় আলেমদের নিকট কুরআন-হাদীছ শুনতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এখানে যেহেতু আমল করার উদ্দেশ্যে শুনতে হবে, কাজেই সত্য-মিথ্যা যাচাই করে শুনা একান্ত যরূরী।

কারণ বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে বানাওয়াট ও জাল হাদীছ রয়েছে এবং মিথ্যা তাফসীর রয়েছে। আর সে কারণে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)ও শ্রোতাদের যথাযথভাবে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, যেন অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং নিজেদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত হও' *(হুজুরাত ৬)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যে কোন ব্যাপারে কোন কথা বললে তা তদন্ত করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এর ফলাফল হবে অপমানজনক। মুফাসসির জাসসাস (রহঃ) স্বীয় 'আহকামুল কুরআনে' বলেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসিক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ বক্তাই যাচাই-বাছাই করে বক্তব্য পেশ করেন না। কাজেই আমাদের জন্য যরূরী হচ্ছে, তাদের বক্তব্যকে যাচাই-বাছাই করে আমল করা। অন্যথায় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অত্র আয়াতটি ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ভূমিকায় উদ্ধৃত করে সকলকে এ বলে সতর্ক করেছেন যে, হাদীছ বর্ণনাকারীর সততা যাচাই করতে হবে এবং ফাসিক্ব মুহাদ্দিছের কথা শ্রবণ থেকে বিরত থাকতে হবে। যারা সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই করে বক্তব্য পেশ করেন না তাদের থেকে বেঁচে থাকা যরূরী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّبُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلاَ أَبَائُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّوْنَكُمْ وَلاَ يُفْتِنُوْنَكُمْ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শেষ যামানায় কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট এমন সব অলীক কথা-বার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সাবধান! তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাকো এবং তাদেরকে তোমাদের থেকে বাঁচাও। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। যাতে তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং তোমাদের বিপথগামী করতে না পারে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪)*।

যারা সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই না করে বক্তব্য প্রদান করেন তাদের থেকে বেঁচে থাকা যরূরী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّبُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلاَ أَبَائُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّوْنَكُمْ وَلاَ يُفْتِنُوْنَكُمْ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শেষ যামানায় কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট এমন সব অলীক

কথা-বার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সাবধান! তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাকো এবং তাদেরকে তোমাদের থেকে বাঁচাও। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। যাতে তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং তোমাদের বিপথগামী করতে না পারে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা মিথ্যা বানাওয়াট হাদীছ এবং মিথ্যা কল্প-কাহিনী বর্ণনা করে মানুষকে আকৃষ্ট করে, তাদের বক্তৃতা শ্রবণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় তারা লোকদেরকে বিভ্রান্ত করবে।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ هَذَا إِنَّ الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا مَنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই এ ইলম দ্বীন, সুতরাং তোমরা ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যার নিকট তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩)*।

عَنِ ابْنِ سِرِيْنَ قَالَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْئَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُوْا لَنَا رِجَالُكُمْ فَيُنْظَرَ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذَ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ.

মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রাঃ) বলেন, এক সময়ে মানুষ হাদীছের সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। যখন ফিৎনা শুরু হ'ল অর্থাৎ যাছাই-বাছাই না করে মানুষ সত্য-মিথ্যা বলা শুরু করল তখন শ্রোতারা বলল, আপনারা সূত্র সহকারে বলুন। যদি বর্ণনাকারীগণ সুন্নাতের অনুসারী হ'তেন, তাহ'লে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। আর যদি বিদ'আতী হ'তেন, তাহ'লে তাদের হাদীছ বর্জন করা হ'ত' *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১)*।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, যারা সুন্নাতের পাবন্দী এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বক্তব্য পেশ করেন তাদের বক্তব্য শ্রবণ করতে হবে। পক্ষান্তরে যারা সুন্নাতের অনুসারী নন এবং যাচাই-বাছাই করে

বক্তব্য পেশ করেন না তদের বক্তব্য বর্জন করতে হবে এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে।

শ্রোতার জন্য একান্ত কর্তব্য দলীল সহকরে বক্তব্য শ্রবণ করা

ইসলাম এমন একটি শরী'আত, যার প্রতিটি কাজ দলীল ভিত্তিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নাবী! আপনি বলুন, আমি আল্লাহর পথে ডাকি স্পষ্ট দলীল সহকারে' *(ইউসুফ ১০৮)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে কোন ব্যাপারে দাবীদারকে দলীল পেশ করতে হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭৬৯, হাদীছ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কিছুর দাবী করে যা তার নয় অথবা তার অবগতিতে নেই, তাহ'লেসে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬৫)*।

দাঈ বা বক্তাকে স্পষ্ট দলীল সহকারে বক্তব্য পেশ কতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আলেমদের নিকট স্পষ্ট দলীল সহকারে জেনে নাও' *(নাহল ৪৩)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে সকল শ্রোতা দলীল সহকারে বক্তব্য শ্রবণ করে না তারা আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী। বানাওয়াট কাহিনী, বুযুর্গানে দ্বীনের অলৌকিক ঘটনা, অলী-দরবেশের গল্প-কাহিনী ও মিথ্যা তাফসীর শ্রোতাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

বক্তা ও মুফাসিসিরদের জন্য যরূরী জ্ঞাতব্য

বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় ফেৎনা হচ্ছে সঠিক ইলমহীন মুফাসসির ও বক্তা। অধিকাংশ মুফাসসির ও বক্তা যেমন তাফসীর-হাদীছ যাচাই-বাছাই করে বক্তব্য করতে পারেন না বা করার চেষ্টাও করেন না তেমনি শ্রোতারাও সঠিক তাফসীর ও হাদীছ শ্রবণ কতে চান না। তারা উভয়েই ইসলাম ধ্বংসের কারণ। ইসলাম ধ্বংসের বড় কারণ সমূহের মধ্যে এ ধরনের জালসা বা তাফসীর মাহফিল অন্যতম। জানা আবশ্যক যে, তাফসীরের কিতাবগুলির অনেকাংশই ইহুদী-খৃষ্টানদের রূপক কাহিনী দ্বারা লেখা হয়েছে এবং তাদের ধর্ম ও গ্রন্থ যেমন বিকৃত তেমনি এ রূপক কাহিনীর দ্বারা আমাদের ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থকে বিকৃত করার চেষ্টা

করা হয়েছে। সাথে সাথে আমাদের পরকালকেও ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তবে যাদের তদন্ত ও চিন্তা-চেতনায় ভুল রয়েছে তারা স্বতন্ত্র। আমরা যখন কোন নবী বা অলীর কোন মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করব, তখন এটা তাদের উপর অপবাদ আরোপ করা হবে। ফলে আমরা জাহান্নামী হব। অতএব জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের স্বার্থে বক্তাদের উচিৎ হবে তাফসীর, হাদীছ এবং বক্তব্য তদন্ত করে প্রচার করা এবং শ্রোতাদের যরূরী হ'ল তদন্তপূর্ণ তাফসীর-হাদীছ শ্রবণ করা।

তাফসীর কিভাবে করতে হবে এবং তাফসীর করার জন্য কি ধরনের ইলম থাকা যরূরী সংক্ষেপে তা আলোকপাত করা হ'ল।-

তাফসীর করার শর্তঃ

(১) মুফাসসিরের আক্বীদা সঠিক হ'তে হবে। অর্থাৎ শিরক ও বিদ‘আত মুক্ত আক্বীদা হ'তে হবে।

(২) মনোবৃত্তি ও ইচ্ছানুরাগী হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে হবে।

(৩) প্রথমত কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করতে হবে।

(৪) ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে তাফসীর করতে হবে।

(৫) ছহীহ হাদীছ না পেলে ছাহাবীদের পক্ষ থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত উক্তি দ্বারা তাফসীর করতে হবে। কেননা ছাহাবীগণ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সমস্যা ও সমস্যার মুকাবেলায় আয়াত অবতীর্ণ হওয়া বেশী জানতেন।

(৬) কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবীদের সঠিক উক্তি না পেলে তাবেঈদের বিশুদ্ধ উক্তির মাধ্যমে তাফসীর করতে হবে। কেননা তাবেঈগণ ছাহাবীগণকে দেখেছেন, তাদের নিকটে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করেছেন। কজেই তাদের তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য।

(৭) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ইসরাঈলী কাহিনী দ্বারা তাফসীর করতে হবে।

(৮) নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সহকারে আহকাম উদ্ঘাটনে যথাযথ দখল থাকতে হবে *(দ্রঃ মান্নাআল-কাত্তান, মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন)*।

মুফাসসিরের বৈশিষ্ট্যঃ

(১) তাফসীর করার সঠিক নিয়ত ও বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য হ'তে হবে।

(২) সুন্দর চরিত্র সম্পন্ন হ'তে হবে।

(৩) দ্বীনের যথাযথ অনুগামী ও আমলকারী হ'তে হবে।

(৪) তাফসীর করার জন্য সততা ও পূর্ণ ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে।

(৫) শরী'আতের সামনে বিনয়ী হ'তে হবে।

(৬) আন্তরিকভাবে সংবরণশীল হ'তে হবে।

(৭) বাস্তব হক্ব প্রকাশকারী হ'তে হবে।

(৮) সুন্দর নম্র ভদ্র আচরণের হ'তে হবে।

(৯) সম্মানিত ব্যক্তিকে অগ্রে রাখার অনুভূতি থাকতে হবে।

(১০) নিজ রায় ও পরিকল্পনায় তাফসীর হারাম, এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।

মুফাসসিরদের জন্য যেসব জ্ঞান থাকা প্রয়োজনঃ

(১) আরবী ভাষায় পারদর্শী হ'তে হবে। কারণ আরবী ভাষার মাধ্যমেই শব্দের উদ্দেশ্যপূর্ণ অর্থ জানা যায়।

(২) ইলমে নাহু জানতে হবে। কারণ হারাকাতের পরিবর্তনেই অর্থর পরিবর্তন হয়।

(৩) ইলমে ছরফ জানতে হবে। ইলমে ছরফের মাধ্যমেই শব্দের বিশুদ্ধতা জানতে পারা যায়।

(৪) শব্দ নির্গত হওয়ার কেন্দ্রমূল জানতে হবে। কেননা শব্দের কেন্দ্রমূল পরিবর্তনের কারণে অর্থের পরিবর্তন হয়।

(৫) ইলমে মা'আনী জানতে হবে। কারণ অর্থ প্রকাশ করার সময় ইলমে মা'আনির মাধ্যমেই ভুল হ'তে নিরাপদ থাকা যায়।

(৬) ইলমে বয়ান জানতে হবে। কারণ অর্থগত দুর্বোধ্যতা হ'তে ইলমে বায়ানের মাধ্যমে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

(৭) ইলমে বদী জানতে হবে। কারণ ইলমে বদীর মাধ্যমেই আরবী বাক্য সুন্দরভাবে জানতে ও বুঝতে পারা যায়।

(৮) ইলমে ক্বিরাআত জানতে হবে। কারণ ইলমে ক্বিরাআতের মাধ্যমেই কুরআন মাজীদ সুন্দরভাবে পড়তে পারা যায়। আর সুন্দরভাবে পড়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যথাযথ আদেশ করেছেন।

(৯) দ্বীনের ভিত্তি জানতে হবে।

(১০) উছূলে ফিক্হ জানতে হবে। এর মাধ্যমে আয়াতের আহকাম উদ্ঘাটন করা যাবে।

(১১) আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ জানতে হবে, তাহ'লে সাঠিকভাবে আয়াতের অর্থ জানা যাবে।

(১২) কোন আয়াত রহিত হয়েছে আর কোন আয়াত বলবত আছে তা জানতে হবে। তাহ'লে আয়াতের হুকুম সঠিক হবে।

(১৩) ঐসব হাদীছ অবগত হ'তে হবে, যেসব হাদীছ আয়াতের অস্পষ্ট আলোচনা স্পষ্ট করে দেয়।

প্রশ্নোত্তরে কয়েকটি মিথ্যা তাফসীর

প্রশ্ন-১ঃ হারূত ও মারূত ফেরেশতা যোহরা নামক মহিলার প্রেমে পড়েছিল কি?

উত্তরঃ হারূত ও মারূত দু'জন ফেরেশতা যোহরা নামক মহিলার প্রেমে পড়েছিল মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ মর্মে কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। ইবনে কাছীর বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, এ মর্মে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই। কুরআনে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। কুরআনে যতটুকু বলা হয়েছে তার উপর বিশ্বাস রাখা উচিৎ *(ইবনে কাছীর ১/১৮৮, বাক্বারাহ ১০২ নং আয়াতের আলোচনা)*।

হারূত-মারূত এবং যোহুরার সংক্ষিপ্ত মিথ্যা ঘটনাঃ

ফেরেশতারা বলেছিল, প্রতিপালক আমরা আদম সন্তানের চেয়ে বেশী আনুগত্যশীল। আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা দু'জন ফেরেশতা বাছাই কর, যাদের আমি দুনিয়ায় পাঠাবো এবং তারা কেমন আমল করে দেখবো। তারা হারূত এবং মারূতকে বাছাই করল এবং তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হ'ল। অপরদিকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী যোহুরা নাম্নী এক মহিলাকে তাদের সামনে পেশ করা হ'ল। সে তাদের সামনে আসতেই তারা তার সাথে মিলিত হ'তে চাইল। সে অস্বীকার করে বলল, আপনারা শিরক না করলে আমি রাযী নই। তারা বলল, আল্লাহর কসম আমরা আল্লাহর সাথে বিন্দুমাত্র শিরক করব না। সে চলে গেল এবং একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে আসল। তারা পুনায় তার সাথে মিলিত হ'তে চাইল। সে বলল, এ বাচ্চাকে হত্যা না করলে আমি রাযী নই। তারা বলল, আল্লাহর কসম আমরা এ বাচ্চাকে হত্যা করতে পারি না। সে চলে গেল এবং এক পেয়ালা মদ নিয়ে আসল। তারা তার সাথে সাথে মিলিত হ'তে চাইল। সে বলল, মদ পান না করা পর্যন্ত আমি রাযী নই। তারা মদ পান করল এবং তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল। তখন তারা তার সাথে যেনায় লিপ্ত হ'ল এবং বাচ্চাটিকে হত্যা করল। তারপর তাদের যখন জ্ঞান ফিরে আসল, মহিলাটি তাদেরকে বলল, আল্লাহর কসম! আপনারা যা অস্বীকার করেছিলেন মদ পান করার পর তার সবকিছুই করে ফেললেন।

অতঃপর তাদেরকে ইহকাল বা পরকালের শাস্তির এখতিয়ার দেওয়া হ'ল। তারা ইহকালের শাস্তি গ্রহণ করল। তাই তদেরকে ইরাকের বাবেল শহরে লোহার জিঞ্জীর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে অথবা আকাশে ঝুলন্ত রাখা হয়েছে। আলোচ্য ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন *(ইবনে কাছীর ১/১৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন-২ঃ ইউসুফ (আঃ) যুলায়খার সাথে প্রেম বিনিময়ের পরিকল্পনা করেছিলেন কি?

উত্তরঃ ইউসুফ (আঃ) যুলায়খার সাথে বিন্দুমাত্রও পাপের পরিকল্পনা করেননি এবং সামান্যতম গুনাহতেও লিপ্ত হননি। আর এ জন্যই আল্লাহ বলেন, আমি পাপকে ইউসুফ থেকে সরিয়ে নিয়েছি। আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, আমি ইউসুফকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছি। পাপ করার ইচ্ছা করলে তাকে বাঁচানো প্রশ্ন আসত।

যেহেতু পাপ তাঁর নিকট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কাজেই তার পাপের পরিকল্পনা করার কোন প্রশ্নই আসে না।

পাঠকদের অবগতির জন্য আয়াতগুলির অনুবাদ করে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হ'ল।-

'আর ইউসুফ যে মহিলার ঘরে ছিলেন (যুলায়খার ঘরে), ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগ এবং দরজা সমূহ বন্ধ করে দিল। যুলায়খা বলল, শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে এসো! ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহর নিকট (এ অশ্লীল কর্ম হ'তে) আশ্রয় চাই। নিশ্চয়ই সে (তোমার স্বামী) আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকার জায়গা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফল হয় না (২৩)। অর্থাৎ আমি এ কাজ করলে আমিও একজন অপরাধী। নিশ্চয়ই যুলায়খা তার বিষয়ে চিন্ত া করেছিল এবং ইউসুফও তার বিষয়ে চিন্তা করতেন যদি তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু নিদর্শন না দেখতেন (২৪)। এই সময়ে আমি তার কাছ থেকে মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।

২৪ নং আয়াতের তাফসীরে কোন কোন মুফাসসির চরম ভুল করেছেন। তারা বলেন, ইউসুফ (আঃ) যুলায়খার পায়জামা খুলে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবেন এমন অবস্থায় আল্লাহর নিদর্শন দেখে সরে গেলেন। এটা ইউসুফ (আঃ)-এর উপর চরম অপবাদ। ঠিক অনুরূপ যারা ইউসুফ (আঃ)-এর মর্যাদা না বুঝে যুলায়খার সাথে একাকার করে তাফসীর করেছেন তারাও অপবাদ আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে যুলায়খার বিবাহের কোন সঠিক প্রমাণ নেই। অতএব সূরা ইউসুফের তাফসীর করার নমে মিথ্যা তাফসীর করা এবং ইউসুফের নামে অপবাদ প্রদান থেকে বেঁচে থাকা যরূরী।

ইউসুফ ও যুলায়খার ঘটনাঃ

ইউসুফ (আঃ) যুলায়খার স্বামীর বাড়ীতে থাকতেন। এক পর্যায়ে যুলায়খা তাঁর প্রতি আশক্ত হয়ে পড়ল এবং বলল, ইউসুফ! তোমার মুখমণ্ডল কি সুন্দর! তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক এভাবে আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, ইউসুফ! তোমার চুল কি সুন্দর। তিনি বললেন, কবরে চুল মিসে যাবে। সে বলল, ইউসুফ! তোমার চোখ দুটো কি সুন্দর! তিনি বললেন, তা দ্বারা আমি আমার প্রতিপালককে দেখি। সে বলল, ইউসুফ! তোমার চোখ উপর দিকে উঠাও

আমার রূপ দেখ। তিনি বললেন, আমি পরকালে অন্ধ হওয়াকে ভয় করি। সে বলল, ইউসুফ! আমি তোমার দিকে এগিয়ে আসছি আর তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে আগাতে চাই। সে বলল, ইউসুফ! তোমার জন্য রাজপ্রাসাদের মধ্যে ছোট নির্জন ঘর সাজিয়েছি, তুমি আমার সাথে এ ঘরে প্রবেশ কর। তিনি বললেন, তাহ'লে আমার ভাগ্য থেকে জান্নাত চলে যাবে।

এখানে কতিপয় মুফাসসিরদের মতে মানুষ যেমন মিলনের জন্য বসে ইউসুফ (আঃ)ও তেমনি বসেছিলেন। কারো কারো মতে ইউসুফ (আঃ) পায়জামার বুতাম খুললেন। কারো মতে তিনি পায়জামা খুললেন। এমনকি নিতম্ব পর্যন্ত খুলে গেল এবং তিনি স্ত্রী মিলনে বসার মত বসলেন *(কুরতুবী)*।

উপরোক্ত তাফসীর সম্পূর্ণ মিথ্যা। একজন নবী এ ধরনের নোংরা কাজ তো দূরের কথা এর পরিকল্পনাও করতে পারেন না।-*বিস্তারিত দেখুনঃ আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ রচিত নবুয়াত ওয়া আম্বিয়া*।

প্রশ্ন-৩ঃ দাউদ (আঃ) আউরিয়া ইবনে হেনানের স্ত্রীর প্রতি আশক্ত হয়েছিলেন কি এবং তার স্ত্রীকে কৌশলে বিবাহ করেছিলেন কি?

উত্তরঃ দাউদ (আঃ) আউরিয়ার স্ত্রীর প্রতি আশক্ত হননি। এ তাফসীর মিথ্যা এবং দাউদ (আঃ)-এর উপর একটি স্পষ্ট অপবাদ। যা বলা ও শুনা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। ইবনু আরাবী বলেন, দাউদ (আঃ) আউরিয়ার স্ত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত কথা মিথ্যা *(কুরতুবী ছোয়াদ ২১ নং আয়াতের তাফসীর)*। এ মর্মে ইসরাঈলী কাহিনী অনুসরণযোগ্য কোন হাদীছ নেই। উত্তম হবে যতটুকু আল্লাহ বলেছেন ততটুকু বলা এবং বাকী আল্লাহর উপর সমর্পন করা। নিশ্চয়ই কুরআন সত্য এবং যা অস্পষ্ট আছে তাও সত্য *(ইবনে কাছীর ছোয়াদ ২১ নং আয়াতের তাফসীর)*। মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) বলেন, যে বিষয় অস্পষ্ট আছে তা অস্পষ্ট রাখা উচিৎ *(কুরআনুল কারীম ছোয়াদ ২১ নং আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

ঘটনাঃ দাউদ (আঃ) একদিন ঘরের মধ্যে 'যাবুর' গ্রন্থ পড়ছিলেন। হঠাৎ একটি সুন্দর পাখি আসলে তিনি তকে ধরার চেষ্টা করলেন। পাখিটি উড়ে জানালায় বসল। তিনি পাখিটি ধরার জন্য জানালার নিকটে গেলে পাখিটি উড়ে গেল। তিনি জানালা দিয়ে পখিটি দেখার সময় একজন মহিলাকে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল

করতে দেখলেন। মহিলা দাউদ (আঃ)-কে দেখে স্বীয় চুল দ্বারা শরীর ঢেকে নিল। ফলে মহিলার প্রেম দাউদ (আঃ)-এর অন্তরে গেঁথে গেল। তিনি তার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠালেন। তার স্বামী যুদ্ধে শহীদ হ'লে দাউদ (আঃ) তাকে বিবাহ করলেন এবং তার পেটে সুলায়মান (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাটি মিথ্যা।

দাউদ (আঃ)-এর কোন ভুলের কারণে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করেছিলেন যার আলোচনা সূরা ছোয়াদের ২১ থেকে ২৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তবে পরীক্ষা করার কোন কারণ উল্লেখ নেই। আল্লাহ ভাল জানেন কেন তাকে পরীক্ষা করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪ঃ আইয়ুব (আঃ)-এর শরীরে পোকা হয়েছিল কি?

উত্তরঃ আইয়ুব (আঃ)-এর শরীরে পোকা হয়নি। এ মর্মে যত বর্ণনা রযেছে সব মিথ্যা। কোন নবীকে এমন কোন অসুখ আক্রমণ করে না, যা মানুষের চোখে দৃষ্টিকটু। ইমাম আহমাদ ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, (রহঃ) বলেন, আইয়ুব (আঃ)-এর শরীরে পোকা হয়নি। নবীগণ এমন কোন দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হন না যা মানুষের নিকটে দৃষ্টিকটু (*নবুয়াত ওয়া আম্বিয়া*) । কাযী ইবনে আরাবী (রাঃ) বলেন, আইয়ুব (আঃ)-এর অসুস্থতা সম্পর্কে বা তাঁকে পরীক্ষা করা সম্পর্কে কুরআনে দু'টি আয়াত এবং বুখারী শরীফে একটি হাদীছ এসেছে মাত্র। এ ব্যতীত তার যত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সব মিথ্যা। এসব কাহিনী পড়া এবং শুনা একান্তভাবে পরিহার করতে হবে। এগুলি শ্রবণ করলে অহেতুক ধারণা হবে এবং অন্তর ধোকায় পড়বে *(কুরতুবী আম্বিয়া ৪১ নং আয়াতের আলোচনা)*।

ইবনু কাছীর বলেন, আইয়ুব (আঃ)-এর দুরারোগ্য ব্যধি সম্পর্কে বিবরণগুলি অপরিচত *(ইবনু কাছীর আম্বিয়া ৮৩ নং আয়াতের আলোচনা)*। মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) বলেন, আইয়ুব (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী বর্ণনা বিদ্যমান। তারপর তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা করেন। তাতে পোকার কথা আসেনি *(কুরআনুল কারীম আম্বিয়া ৮৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) রুহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বলেন, আইয়ুব (আঃ)-এর রোগ কি ছিল? কুরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, আইয়ুব (আঃ) কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীছেও কোন বিবরণ নেই। তবে কোন কোন ছাহাবীর উক্তিতে জানা যায় যে,

তার সর্বাঙ্গে ফোঁড়া হয়েছিল। ফলে লোকেরা ঘৃণা করে তাঁকে আবর্জনার স্তূপে রেখে এসেছিল। কিন্তু গবেষক তাফসীরবিদগণ এ বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন, মানুষের ঘৃণা করার মত কোন রোগ নবীদের হয় না। কাজেই আইয়ুব (আঃ)-এর রোগও এমন হ'তে পারে না। অতএব এসব বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয় *(কুরআনুল কারীম সূরা ছোয়াদ ৪১ নং আয়াতের আলোচনা দ্রঃ)*।

আইয়ুব (আঃ)-এর দুঃখ-কষ্টে সংক্ষিপ্ত কাহিনীঃ

আইয়ুব (আঃ)-এরদুঃখ-কষ্ট কি ছিল এ সম্পর্কে ২০ টিরও বেশী মতামত রয়েছে। তার একটি হচ্ছে তাঁর শরীরে চুলকানী-ঘা হয়ে পোকা হয়ে যায় এবং গায়ের গোশত ঝরে ঝরে পড়ে। যখন কোন পোকা তার গোশত হ'তেঝরে পড়ে যায় তখন তিনি তাকে ধরে সে স্থানে লাগিয়ে দেন। আর যখন পোকা তাকে কামড় মারে তখন তিনি চিৎকার করে বলেন مَسَّنِيَ الضُّرُّ আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। এটি মিথ্যা কাহিনী।

আল্লাহ তা'আলা আইয়ুব (আঃ)-কে যে পরীক্ষা করেছিলেন, সে সম্পর্কিত দু'টি আয়াত ও হাদীছের অনুবাদঃ 'স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা যখন তিনি তাঁর পালনকর্তার নিকটে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি আর আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান' *(আম্বিয়া ৮৩)*। স্মরণ কর! আমার বান্দা আইয়ুবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করে বলল, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে' *(ছোয়াদ ৪৩)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আইয়ুব (আঃ) একদা নগ্নাবস্থায় গোসল করেছিলেন, তখন তার সামনে কিছু স্বর্ণের ফড়িং পতিত হয়। আইয়ুব (আঃ) সেগুলিকে কাপড়ে জড়িয়ে নিতে লাগলেন। তার প্রতিপালক তাকে আহ্বান করে বললেন, আইয়ুব! আমি কি তোমাকে এরূপ অর্থ দিয়ে অর্থশীল করিনি? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। তবে আপনার কসম আপনার বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষিহীন হব কেন? *(বুখারী ১/৪২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন-৫ঃ আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রী রাহমা মাথার চুল কেটে ভদ্র পরিবারে জনৈকা মহিলাকে প্রদান করে তার নিকট খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন কি এবং এজন্য তাঁর স্বামী তাকে দোররা মেরেছিলেন কি?

উত্তরঃ আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রী রাহমা অথবা লাইয়া তার মাথার চুল কেটে কোন মহিলাকে প্রদান করেননি। এ ব্যাপারে যত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সব মিথ্যা। যেমনিভাবে তার শরীরে পোকা হওয়ার কথা মিথ্যা। এ প্রশ্নের জবাবে প্রমাণও ঐগুলি, যা তার শরীরে পোকা না হওয়ার ব্যাপারে পেশ করা হয়েছে।

রাহমার নামে বর্ণিত মিথ্যা ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

আইয়ুব (আঃ)-এর শরীরে পোকা হওয়ায় তার পরিবার তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। গ্রামবাসী তাঁকে গ্রামের বাইরে আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে ফেলে দেয়। একমাত্র স্ত্রী রাহমা তাকে ত্যাগ করেননি। তিনি মানুষের বাড়ী কাজ করে তকে খাওয়াতেন। একদিন খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে মাথার অর্ধেক চুল বিক্রি করে খাদ্য সংগ্রহ করেন। যেহেতু আইয়ুব (আঃ) তার চুল ধরে নড়াচড়া ও উঠাবসা করতেন, সেদিন আর তা করতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, ওহ! আমি কি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। কারো কারো মতে যখন তিনি চুল বিক্রি করে খাদ্য গ্রহণ করলেন, তখন শয়তান এসে বলল, আপনার স্ত্রী যেনা করে ধরা পড়ায় তার মাথার চুল কেটে নিয়েছে, তখন তিনি কসম করলেন আমি তাকে দোররা মারব।

আলোচ্য ঘটনাটি ডাহা মিথ্যা। কারণ চুল ধরে উঠা তো উভয়ের জন্য কষ্টকর। তা করবেন কেন, রহীমা ধরে উঠাবে যা উভয়ের জন্য সহজ। প্রকাশ থাকে যে, তাঁর স্ত্রীর কোন ভুল ছিল তাই তিনি তাকে দোররা মারতে চেয়েছিলেন *(ছোয়াদ ৪৪)*। তবে কি ভুল ছিল তা কুরআন ও কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আমরা দলীলবিহীন কোন কারণ উল্লেখ করলে সেটি তার উপর অপবাদ আরোপ করা হবে।

প্রশ্ন-৬ঃ ইবরাহীম (আঃ) তিনদিনে তিনশত উট কুরবানী করেছিলেন কি?

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ) তিন দিনে তিনশত উট কুরবানী করেননি। এটা ভিত্তিহীন মিথ্যা বানাওয়াট কথা। এর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। কাজেই এ

ধরনের তাফসীর বলা যেমন পাপ শুনাও তেমনি পাপ। এ ধরনের ঘটনা বললে ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করা হয়, যা হারাম। শুনলে পাপের সহযোগিতা করা হয়, যা পাপ *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন-৭ঃ আদম (আঃ)-কে যখন পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হ'ল তখন তিনশত বছর যাবৎ কেঁদেছিলেন কি? এ দেশের কোন কোন বইয়ে এমনটি লেখা পাওয়া যায়। আর শেষ পর্যন্ত আদম (আঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দোহাই দিয়ে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা হয়।

উত্তরঃ আদম (আঃ) তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন (আরাফ ২৩)। তবে কতদিন ক্ষমা চেয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। কাজেই তিন শত বছর ক্ষমা চেয়েছিলেন এ কথা মিথ্যা। আদম (আঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দোহাই দিয়ে দো'আ করেছিলেন, এ কথার প্রমাণে পেশকৃত হাদীছটি জাল (সিলসিলা যঈফা ১ম খণ্ড, হা/২৫)। এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে এ ঘটনা বর্ণনা করলে আদম (আঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করা হবে।

প্রশ্ন-৮ঃ সূরা ক্বদর একবার পড়লে ছিদ্দীকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে, দু'বার পড়লে শহীদের তালিকায় নাম লেখা হবে, আর তিনবার পড়লে নবীদের সাথে হাশর-নশর হবে, এ তাফসীর সত্য কি?

উত্তরঃ এ তাফসীর মিথ্যা ও বানাওয়াট। জাল হাদীছের মাধ্যমে এ তাফসীর করা হয়েছে *(সিলসিলা ৩/৬৪৬ পৃঃ হা/১৪৪৯)*।

প্রশ্ন-৯ঃ মুফাসসিরদের মুখে শুনা যায়, সূরা যিলযাল অর্ধ কুরআন, সূরা কাফ্রিূণ কুরআনের চার ভাগের এক ভাগ আর সূরা ইখলাছ করআনের তিন ভাগের এক ভাগ। এ তাফসীর সত্য কি?

উত্তরঃ এরূপ তাফসীর কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমণিত নয়। এ মর্মে যঈফ হাদীছ রয়েছে *(তিরমিযী, সিলসিলা ৩/৫১৮ পৃঃ, হা/১৩৪২)*। তবে সূরা ইখলাছ তিনবার পড়ার হাদীছ ছহীহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*।

প্রশ্ন-১০ঃ মুফাসসিরদের মুখে শুনা যায় যে, চার বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঘুমালে ৪ হাযার দিনার ছাদাক্বা করার সমান নেকী পাওয়া যায়। তিনবার সূরা

ইখলাছ পড়ে ঘুমালে এক খতম কুরআনের নেকী পাওয়া যায়। তিনবার আস্ত াগফিরুল্লাহ পড়ে ঘুমালে দু'জনের মঝে বিবাদ মিটানোর নেকী পাওয়া যায়। চারবার তৃতীয় কালেমা পড়ে ঘুমালে এক হজ্জের নেকী হয়। এ কথাগুলি কতদূর সত্য?

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তবে সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতমের নেকী পাওয়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*।

প্রশ্ন-১১ঃ জনৈক মুফাসসির বলেন, এক ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পড়ত। মৃত্যুর পর তাকে দাফন করা হ'লে ফেরেশতারা সেখানে কুরআন দেখে বললেন, হে কুরআন! তুমি এখানে কেন? কুরআন উত্তরে বলল, আমি সুপারিশ করে এই ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌঁছাব। এ তাফসীরের সত্যতা জানতে চাই।

উত্তরঃ আলোচ্য বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তবে কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন কুরআন সুপারিশ করবে *(বায়হাক্বী, মিশকাত ১৭৩ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন-১২ঃ অনেক মুফাসসির বলেন, হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে মুহাররমের ছিয়াম পালন করা হয়। এ কথা সত্য কি?

উত্তরঃ এ কথা মিথ্যা। মুহাররমের ছিয়াম রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই পালন করেছেন এবং করতে বলেছেন। আর হুসাইন (রাঃ) শহীদ হয়েছেন তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পর। তাহ'লে কি করে এ কথা সত্য হ'তে পারে।

প্রশ্ন-১৩ঃ অনেক মুফাসসির বলেন, নূহ (আঃ) প্লাবনের গযব থেকে বাঁচার জন্য নৌকা তৈরী করেন। জনগণ তাঁর এ কাজ দেখে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং নৌকায় পায়খানা করে ভর্তি করে দেয়। নূহ (আঃ) ব্যস্ত কিভাবে এ পায়খানা পরিস্কার করা যায়। এমতাবস্থায় এক বৃদ্ধা পায়খানা করতে গিয়ে পায়খানার মধ্যে পড়ে যায় এবং পূর্ণ যুবতী হয়ে ফিরে আসে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে জনগণ রোগ মুক্তির আশায় পায়খানা নিয়ে যাওয়া শুরু করে। শেষ পর্যন্ত নৌকা ধুয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনা কি সত্য?

উত্তরঃ এ কাহিনী মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন-১৪ঃ অনেক মুফাসসির বলেন, প্লাবনের গযব থেকে বাঁচার জন্য নূহ (আঃ) কিস্তি তৈরী করেন এবং প্লাবনের ভয় দেখিয়ে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন। এক বৃদ্ধা দাওয়াত গ্রহণ করে এবং প্লাবনের সময় নৌকায় উঠে যাওয়ার ওয়াদ করে। কিন্তু তিনি ঐ বৃদ্ধাকে নৌকায় উঠিয়ে নিতে ভুলে যান। প্লাবন শেষ হ'লে সদলে নেমে আসেন এবং ঐ বৃদ্ধার কথা মনে হয়। নূহ (আঃ) খুব দুঃখিত হয়ে তার বাড়ীর দিকে এগিয়ে যান এবং দেখেন তার বাড়ী নিরাপদে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধা ঘর থেকে বের হয়ে আসেন এবং বলেন, প্লাবনের জন্য আমাকে নিতে আসলে? নূহ (আঃ) বলেন, প্লাবন তো হয়ে গেছে। আপনার এলাকায় হয়নি? বৃদ্ধা বললেন, না। নূহ (আঃ) বললেন, সৎ মানুষকে আল্লাহ এভাবেই বাঁচিয়ে রাখেন। এ ঘটনা কি সত্য?

উত্তরঃ এ ঘটনা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন-১৫ঃ জনৈক মুফাসসির সূরা নাস ও ফালাক্বের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, 'মক্কায় একজন মূর্তিপূজক একটি স্বর্ণের মূর্তির পূজা করত। হঠাৎ একদিন নড়াচড়া করে বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ নামে একজন নবী এসেছেন। তিনি সত্য নবী নন। পরে ঐ মূর্তিপূজক তার বন্ধুদের সহ আবু জাহালকে ঘটনা জানাল। তারা জিজ্ঞেস করলে মূর্তি একই কথা বলে। ফলে আবু জাহাল পরামর্শ দেয় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ডেকে এনে শুনানোর জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সংবাদ পেয়ে ছাহাবীদেরকে নিয়ে মূর্তির নিকট যান। তখন মূর্তিপূজক মূর্তিটিকে লক্ষ্য করে বলল, মাগো গত দিন যা বলেছ, আজকেও তাই বল। এবারে মূর্তি বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ (ছাঃ)ই সত্য নবী। কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় একটি জিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, দুষ্ট জিন মূর্তির মধ্যে ঢুকে গত দু'দিন বলেছে, আপনি সত্য নবী নন। আপনার আগমনের কথা শুনে আমি ঐ জিনকে হত্যা করে মূর্তির ভিতরে ঢুকে আপনি সত্য নবী বলে ঘোষণা করেছি।' এ তাফসীর কি সঠিক।

উত্তরঃ উপরোক্ত তাফসীর মিথ্যা।

প্রশ্ন-১৬ঃ অনেক মুফাসসির বলেন, আছহবে কাহাফের সাথে তাদের কুকুর জান্নাতে যাবে। এ কথা কি ঠিক?

উত্তরঃ এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মানুষ ও জিন ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী জান্নাতে যাবে না *(সাজদা ১)*।

প্রশ্ন-১৭ঃ অনেক মুফাসসির বলেন, একটি কোলের বাচ্চা ছেলে বলেছিল, ইউসুফ (আঃ) সত্য এবং যুলায়খা মিথ্যা। এ তাফসীর সত্য কি?

উত্তরঃ এ তাফসীর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কারণ যে ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ)-কে সত্যবাদী বলেছিলেন, তিনি সত্য প্রমাণ করার জন্য দলীল পেশ করেছিলেন যে, ইউসুফের জামার পিছনে ছেড়া থাকলে ইউসুফ সত্য, যুলায়খা মিথ্যা। আর সামনের দিক ছেড়া থাকলে ইউসুফ মিথ্যা ও যুলায়খা সত্য। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ব্যক্তি বড় মানুষ ছিলেন। কেননা বাচ্চা ছেলে হ'লে মুজেযা হ'ত, দলীলের প্রয়োজন হ'ত না।

প্রশ্ন-১৮ঃ অনেক মুফাসসির বলেন, ইবরাহীম, ইয়াহইয়া ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) বাল্যাবস্থ্য়া কথা বলেছেন। এ তাফসীর কি সত্য?

উত্তরঃ এ তাফসীর মিথ্যা *(বিস্তারিত দেখুনঃ সিলসিলা যঈফাহ ২/২৭৩ পৃঃ)*। তবে তিন ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় কথা বলেছেন। যার প্রমাণে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ আছে। (১) ঈসা (আঃ) (২) জোরাইজের ব্যাভিচার জনিত কেচ্ছা মিথ্যা প্রমাণে ও (৩) বানী ইসলাঈলের এক মহিলার কোলের বাচ্চা *(বিস্তারিত দেখনঃ সিলসিলা ২/২৭২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন-১৯ঃ অনেক মুফাসসির বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুণে নিক্ষেপ করা হ'লেতিনি শেষ কথাটি বলেছিলেন, حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْـــمَ الْوَكِيْــلُ এ তাফসীর কি সত্য?

উত্তরঃ এ তাফসীর সঠিক নয়। এটি জাল হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন-২০ঃ অনেক মুফাসসির বলেন, দাউদ (আঃ)-এর কান্না এবং পৃথিবীর সকল মানুষের কান্না যদি আদম (আঃ)-এর কান্নার সমান করা হয় তাহ'লেআদম (আঃ)-এর কান্না বেশী হবে। 'মতির মালা' নামক একটি বইয়ে আছে তিন ৩০০ বছর কেঁদেছিলেন। এ বক্তব্য কি সত্য?

উত্তরঃ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানাওয়াট *(সিলসিলা যঈফা হা/৭৮৫)*।

প্রশ্ন-২১ঃ অনেক মুফাসসির বলেন, আদম (আঃ) হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ হন এবং নিজেকে অপরিচিত ও জনমানবহীন মনে করেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে আযান দেন, الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمـــد الرســـول الله. আদম (আঃ) বলেন, মুহাম্মাদ কে? তিনি বললেন, নবীদের মধ্য হ'তেআপনার শেষ সন্তান। এ ঘটনা কি সত্য?

উত্তরঃ এ তাফসীর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন *(সিলসিলা যঈফা হা/৪০৩)*।

প্রশ্ন-২২ঃ কেউ কেউ বলেন, ইবরাহীম (আঃ) যখন ইসমাঈলকে নিয়ে মিনায় গেলেন, ইসমাঈল তখন বললেন, আব্বা! আপনি আমাকে বেঁধে নিন যেন আমি ব্যস্ত হয়ে না পড়ি, নইলে আমার রক্ত আপনার শরীরে ছিটকে পড়বে। ইবরাহীম (আঃ) তখন তাকে বাঁধলেন এবং ছুরি চালাতে আরম্ভ করলেন। এ তাফসীর কি সত্য?

উত্তরঃ এ তাফসীর কোন গ্রহণযোগ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-২৩ঃ মুফাসসিরগণ বলেন, ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন 'মালাকুল মাওত' বা আযাযীল-এর বন্ধু। একদা ইদরীস (আঃ) জান্নাত-জাহান্নাম দেখতে চাইলেন। তিনি তাকে উপরে নিয়ে গিয়ে জাহান্নাম দেখালেন। ইদরীস (আঃ) জাহান্নাম দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলে 'মালাকুল মাওত' তাকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন, আপনি কোনদিন জাহান্নাম দেখেননি? ইদরীস (আঃ) বলেন, দেখেছি তবে আজকের মত কোনদিন দেখিনি। তারপর তাকে জান্নাত দেখালেন। অতঃপর 'মালাকুল মাওত' তাকে বললেন, দেখা হয়েছে চলেন যাই। তিনি বললেন কোথায় যাব? 'মালাকুল মাওত' বললেন, যেখান থেকে এসেছেন সেখানে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি আর বের হব না। তখন মালাকুল মাওতকে বলা হ'ল আপনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। আর জান্নাত এমন জায়গা যেখানে যাওয়ার পর আর কেউ বের হয় না। এ ঘটনা কি সত্য?

উত্তরঃ এ ঘটনা ডাহা মিথ্যা *(সিলসিলা যঈফা হা/৩৩৯)*।

কতিপয় প্রচলিত জাল হাদীছ

জাল হাদীছ যারা রচনা করে এবং বলে, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করে। তাদের ঠিকানা জাহান্নামে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭-১৯৯)*। যারা জাল হাদীছ শুনে, তারা মিথ্যা ও পাপ কজের সহযোগিতা করেন, যা করা নাজায়েয *(মায়েদাহ২)*। কাজেই জাল হাদীছ বলা ও শুনা হ'তে অবশ্যই বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

(১) عَنْ أبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ وَلَد بَارٍّ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَة إلاَّ كَتَبَ اللهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اللهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ.

(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন সৎ ছেলে যদি তার পিতা মাতার প্রতি একবার দয়ার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টিতে একটি করে কবুল হজ্জের নেকী দিবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ দিনে একশত বার দয়ার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ (অর্থাৎ একশতটি কবুল হজ্জের নেকী প্রদান করা হবে)। আল্লাহ সবচেয়ে বড় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৮৯৪৪ 'আদব' অধ্যায়, তাহক্বীক্বে মিশকাত ৩/১৩৮৩ পৃঃ ১ নং টীকা)*। তবে 'মায়ের পায়ের নিকটে জান্নাত' হাদীছ ছহীহ।

(২) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا إقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَا رَبِّ أَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد لَمَا غَفَرْتَ لِيْ فَقَالَ اللهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أخْلُقْهُ قَالَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَ نَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَ قَوَائِمُ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلاَّ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ أَنَّهُ لأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ أدْعُنِيْ بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْ لاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

(২) ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আদম (আঃ) পাপ করে ফেললেন, তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক আমি মুহাম্মাদের সত্যতার মাধ্যমে তোমার নিকট ক্ষমা চাই যেন তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম তুমি মুহাম্মাদকে কি করে চিনলে? অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি। তিনি বলেন, হে আমার প্রতিপালক যখন আপনি স্বীয় হাতে আমাকে সৃষ্টি করে আমার মধ্যে আপনার আত্মা সঞ্চার করেন তখন আমি আমার মাথা উপর দিকে উঠাই এবং আরশের পায়ায় لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ লেখা দেখতে পাই। অতঃপর আমি অবগত হই নিশ্চয়ই আপনি আপনার নিকটে সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিকে আপনার নামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম! তুমি সঠিক বলেছ। নিশ্চয়ই তিনি আমার নিকট সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। তুমি তার সত্যতার মাধ্যমে আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করব। আমি মুহাম্মাদকে সৃষ্টি না করলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না' *(সিলসিলা যঈফা ১/৮৮ পৃঃ, হা/২৫, হাদীছ জাল)*।

(৩) حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ 'দেশ প্রেম ঈমানের অন্তর্গত'। হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফা ১/১১০পৃঃ, হা/৩৬)*।

(٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتَلَسَ عَقْلُهُ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

(৪) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আছরের পর ঘুমায় তার বিবেক নষ্ট হয়ে যায় এবং সে তার আত্মার প্রতি অভিশাপ করে' *(সিলসিলা যঈফা ১/১১২পৃঃ, হা/৩৯)*।

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي.

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর হজ্জ করল এবং আমার কবর যিয়ারত করল সে ঐ ব্যক্তির মত, যে

আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল *(সিলসিলা যঈফা ১/১২০ পৃঃ, হা/৪৭)*। প্রকাশ থাকে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে যত হাদীছ রয়েছে এর সবগুলিই জাল ও যঈফ *(সিলসিলা যঈফা ১/১২৩ পৃঃ, হা/৪৭-এর টীকা)*।

(٦) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْـــرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمْعَةٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يس غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ.

(৬) আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম'আয় তার পিতামাতার কবর যিয়ারত করবে এবং তদের পাশে অথবা একজনের পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, প্রত্যেক আয়াত অথবা অক্ষর সমপরিমাণ তার পাপ ক্ষমা করা হবে *(সিলসিলা যঈফা ১/১২৬পৃঃ, হা/৫০)*। তবে যে কোন সময়ে কবর যিয়ারত করা এবং কবরবাসীদের জন্য দো'আ করা সুন্নাত।

(৭) إِخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَـــةٌ 'আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমত স্বরূপ' *(সিলসিলা যঈফা ১/১৪১পৃঃ, হা/৫৭)*। হাদীছটি কে জাল করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ হাদীছটির কোন মিথ্যা সূত্রও নেই। বরং এটি একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। যাকে হাদীছ বলা নিতান্তই অপরাধ।

(٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِـــأَيِّهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ.

(৮) জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার ছাহাবীগণ তারকার মত, তোমরা যে কারো অনুসরণ কর সঠিক পথ পাবে' *(সিলসিলা যঈফা ১/১৪৪পৃঃ, হা/৫৮)*।

(৯) مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّـــهُ 'যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারল সে তার প্রতিপালককে চিনতে পারল' *(সিলসিলা যঈফা ১/৬০পৃঃ, হা/৬৬)*। হাদীছটির কোন মিথ্যা সূত্রও নেই। এটি একেবারেই ভিত্তিহীন।

(১০) مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَنٌ مِنَ الْغِلِّ ‘ওযূ করার সময় কাঁধ মাসাহ করলে গোপন শত্রুতা বা বিদ্বেষ হ’তে মানুষ নিরাপদ থাকে’ *(সিলসিলা যঈফা ১/১৬৭পৃঃ, হা/৬৯)*। এ হাদীছের কোন সূত্র নেই। এটা পরবর্তী কোন ব্যক্তি বাক্য হ’তেপারে। একে হাদীছ বলা এবং এর উপর আমল করা জঘণ্য অপরাধ।

(١١) عَنِ ابْنِ عَمْرٍوقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ.

(১১) ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমামের মিম্বরে থাকাবস্থায় কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন কোন ছালাত আদায় না করে এবং কোন কথা না বলে যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম খুৎবা শেষ না করবেন’ *(কাবীর, সিলসিলা যঈফা ১/১৯৯পৃঃ, হা/৮৭)*। হাদীছটি জাল হওয়ার পাশাপাশি দু’টি ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। (১) এক ব্যক্তি খুৎবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে বসে গেলে নবী করীম (ছাঃ) তাকে দাঁড়িয়ে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতে বলেন *(মুসলিম, মিশকাত জুম‘আ অধ্যায়)*। (২) প্রয়োজনে মুছল্লী ইমামের সাথে কথা বলতে পারেন *(বুখারী, ১ম খণ্ড, জুম‘আ অধ্যায়)*।

(১২) اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ ‘তওবাকারী আল্লাহর দোস্ত’ *(সিলসিলা যঈফা ১/২১৩পৃঃ, হা/৯৫)*। এ কথার কোন সূত্র নেই। ইমাম গাযযালী তার ‘এহইয়া’ নামক গ্রন্থে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্পৃক্ত করে এ কথা বলেছেন। যা মারাত্মক অপরাধ।

(١٣) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَلاَةٌ بِعَمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ عَمَامَةٍ وَجُمْعَةٌ بِعَمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمْعَةً بِغَيْرِ عَمَامَةٍ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَيَشْهَدُوْنَ الْجُمْعَةَ مُعْتَمِّيْنَ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ.

(১৩) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, পাগড়ী সহ এক রাক‘আত ছালাত পাগড়ী বিহীন ২৫ রাক‘আত ছালাতের সমান এবং পাগড়ী সহ একটি জুম‘আ পাগড়ী বিহীন ৭০টি জুম‘আর সমান। নিশ্চয়ই ফেরেশতারা জুম‘আর দিন পাগড়ী

পরে উপস্থিত হয় এবং পাগড়ী ওলাদের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকে' *(সিলসিলা যঈফা ১/১৪৯পৃঃ, হা/১২৭)*।

(١٤) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةُ فِيْ الْعَمَامَةِ تَعْدِلُ بِعَشَرَةِ الاَفِ حَسَنَةٍ.

(১৪) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে পাগড়ী বিহীন ১০ হাযার ছালাতের সমান নেকী পাওয়া যায়' *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফা ১/২৫৩ পৃঃ)*।

(١٥) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْمَـــرْأَةِ الْحَسَنَاءِ وَالْخَضْرَةِ يَزِيْدَانِ فِيْ الْبَصَرِ.

(১৫) জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সুন্দর মহিলা এবং সবুজ বস্তুর দিকে তাকালে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়' *(আবু নাঈম, সিলসিলা যঈফা ১/২৫৮পৃঃ, হা/১৩৩)*। আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, এত নোংরা কথা রাসূল (ছাঃ) কিভাবে বলতে পারেন?

(١٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيَعُوْدُ مَرِيْـــضًا إلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ.

(১৬) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন দিন পর পর অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন' *(ইবনু মাজাহ, সিলসিলা যঈফা ১/২৭৭পৃঃ, হা/১৪৭)*।

(١٧) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوْا وَلاَ تُطَلِّقُوْا فَـــإِنَّ الطَّلاَقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ.

(১৭) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বিবাহ কর তালাক্ব দিয়ো না। কেননা তালাকে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে' *(তারীখে বাগদাদ, সিলসিলা যঈফা ১/২৭৮পৃঃ, হা/১৪৭)*।

(١٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُّوْا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ وَالْقُرآنُ عَرَبِيٌّ وَكَلاَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ.

(১৮) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ৩টি কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাস (১) আমি আরবী (২) কুরআন আরবী (৩) জান্নাতের ভাষা আরবী' *(হাকেম, সিলসিলা যঈফা ১/২৯৩পৃঃ, হা/১৬০)*।

(١٩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَ أَنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس مَنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشَرَ مَرَّاتٍ.

(১৯) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক বস্তুর অন্তর রয়েছে। কুরআনের অন্তর হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন একবার পাঠ করল, সে যেন ১০ বার কুরআন পাঠ করল' *(তিরমিযী, সিলসিলা যঈফা ১/৩১২পৃঃ, হা/১৬৯)*।

(٢٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ.

(২০) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার পাপের কারণে নিন্দা করে, সে ঐ পাপ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না' *(তিরমিযী, সিলসিলা যঈফা ১/৩২৭পৃঃ, হা/১৭৮)*।

(٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلاَ يَنْظُرُ إِلَ فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُوَرِّثُ الْعَمَى.

(২১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন স্ত্রী মিলনের সময় লজ্জাস্থানের প্রতি লক্ষ্য না করে, কেননা এতে চোখ অন্ধ হয়ে যায়' *(ইবনু আলী, সিলসিলা যঈফা ১/৩৫১পৃঃ, হা/১৯৫)*।

(২২) لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاَكَ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুহাম্মাদ তোমাকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না' *(ছাগানী, সিলসিলা যঈফা ১/৪৫০পৃঃ, হা/২৮২)*।

(٢٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَا الْبَيْتَ اَلْفُ آتِيَةٍ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رِجْلَيْهِ.

(২৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম (আঃ) এক হাযার বার হিন্দুস্তান থেকে পায়ে হেটে হজ্জ করেছেন' *(আমালী, সিলসিলা যঈফা ১/৪৫৫পৃঃ, হা/২৮২; তাবলীগে নেছাব)*।

عَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرَضِهَا وَطُوْلِهَا.

(২৪) আমর ইবনু শো'আইব (রাঃ) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর দাড়ির পাশ থেকে ও লম্বা দিক থেকে ছোট করতেন' *(তিরমিযী, সিলসিলা যঈফা ১/৪৫৬পৃঃ, হা/২৮৮)*।

(٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تَضِنْبُهُ فَاقَةٌ أَبَدًا وَمَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ فِيْ صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

(২৫) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে সে কখনো দরিদ্র হবে না। আর যে প্রত্যেক রাতে أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ পড়বে সে ক্বিয়ামতের দিন উজ্জল মুখে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে' *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফা ১/৪৫৮পৃঃ, হা/২৯০)*।

(২৬) كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি যখন নবী ছিলাম আদম তখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিল' *(সিলসিলা যঈফা ১/৪৭৪পৃঃ)*। তবে এ বর্ননা ঠিক যে, আমি নবী ছিলাম আদম যখন আত্ম ও দেহের মধ্যে ছিল।

(٢٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ.

(২৭) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিবাদের সময় একটি সুন্নাতকে আকড়ে ধরবে সে ১০০ শহীদের নেকী পাবে' *(আমালী, সিলসিলা যঈফা ১/৪৯৭পৃঃ, হা/৩২৬)*।

(২৮) أُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَــوْ بِالــصِّيْنِ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জ্ঞানার্জন কর সুদূর চিন গিয়ে হ'লেও' *(আবু নঈম, সিলসিলা যঈফা ১/৬০০পৃঃ, হা/৪১৬)*।

(٢٩) إِنَّ الْعَالِمَ وَ الْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّ بِقَرِيَةٍ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرِيَةِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

(২৯) রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন আলেম অথবা ছাত্র যখন কোন গ্রাম দিয়ে হাঁটে তখন আল্লাহ ঐ গ্রামের কবরের শাস্তি ৪০ দিনের জন্য মাফ করে দেন' *(সিলসিলা যঈফা ১/৬১০পৃঃ, হা/৪১৯)*। এ হাদীছটির কোন সূত্র নেই।

(٣٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلِّى الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِــدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الإِخْرَى.

(৩০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'সুন্নাত হচ্ছে একবার তায়াম্মুম করে একটি ছালাত আদায় করা। অতঃপর অন্য ছালাতের জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করা' *(ত্বাবারানী, সিলসিলা যঈফা ১/৬১২পৃঃ, হা/৪২৩)*।

(٣١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ عِشْرِيْنَ رَكَعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ.

(৩১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার ছালাতের মাঝে ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন' *(ইবনু মাজাহ, সিলসিলা যঈফা ১/৬৮০পৃঃ, হা/৪৬৮)*।

(٣٢) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى سِتَّ رِكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ بِهَا ذُنُوْبَ خَمْسِيْنَ سَنَةً.

(৩২) সালিম তার পিতা হ'তেবর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর কথা বলার পূর্বে ছয় রাক‘আত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তার ৫০ বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবেন' *(আল-ইলাল, সিলসিলা যঈফা ১/৬৮০পৃঃ, হা/৪৬৮; হাদীছটি নিতান্তই যঈফ)*।

(٣٣) عَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رِكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً.

(৩৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক‘আত ছালাত আদায় করে এবং তার মাঝে অপসন্দ কোন কথা না বলে তার ১২ বছর ইবাদত করার সমান নেকী হবে'। হাদীছ যঈফ *(ইবনু মাজাহ, সিলসিলা যঈফা ১/৬৮১পৃঃ, হা/৪৬৯)*।

(٣٤) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمْعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غَفَرَ اللهُ ذُنُوْبَ ثَمَنِيْنَ عَمًّا.

(৩৪) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন আমার উপর ৮০ বার দরূদ পাঠ করবে, তার ৮০ বছরের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' *(খত্বীব, সিলসিলা যঈফা ১/৩৮২পৃঃ, হা/২১৫)*। তবে জুম‘আর দিন বেশী দরূদ পড়ার হাদীছ ছহীহ *(মুসলিম, মিশকাত ‘দরূদ' অনুচ্ছেদ)*।

(٣٥) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لاَ يُرِيْدُ الْجَعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ.

(৩৫) ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মসজিদে থাকাবস্থায় আযান হ'ল কিন্তু কোন প্রয়োজন ছাড়াই সে যদি

মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় এবং আর ফিরে না আসে, তবে সে মুনাফিক'। হাদীছ যইফ *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০৭৬)*।

(٣٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُوْلُوا مَجْنُوْنٌ.

(৩৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বেশী বেশী যিকির কর যেন মানুষ পাগল বলে' *(হাকিম, সিলসিলা যঈফা ২/৯পৃঃ, হা/৫১৭)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضَاحِي سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَهِيْمَ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالصُّوْفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ.

(৩৭) যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কুরবানী তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাত। ছাহাবীগণ বললেন, এতে আমাদের কি লাভ? রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক লোম বা পশমে নেকী রয়েছে' *(ইবনু মাজাহ, সিলসিলা যঈফা ২/১৪পৃঃ, হা/৫২৭)*।

(٣٨) كَانَ يُصَلِّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِيْنَ رَكَعَةً وَ الْوِتْرُ.

(৩৮) রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে জামা'আত ছাড়াই ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং বিতর পড়তেন' *(ইবনু আবী শায়বা, সিলসিলা যঈফা ২/৩৫পৃঃ, হা/৫৬০)*।

(৩৯) مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ. রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে হাত উঠাবে তার ছালাত হবে না' *(আবু নঈম, সিলসিলা যঈফা ২/৪০পৃঃ, হা/৫৬৮)*।

(৪০) مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ نَـــارًا রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়বে তার মুখ আগুন দ্বারা পূর্ণ করা হবে' *(তাযকিয়া, সিলসিলা যঈফা ২/৪১পৃঃ, হা/৫৬৯)*। হাদীছটি একাধিক ছহীহ হাদীছের বিরোধী।

(٤١) يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ أَضَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيْسَ وَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِيْ.

(৪১) রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতে একজন লোক হবে, যাকে মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস বলা হবে। সে আমার উম্মতের জন্য ইবলীসের চেয়েও খারাপ হবে। আর আমার উম্মতের মধ্যে একজন লোক হবে, যাকে আবু হানীফা বলা হবে। সে হবে আমার উম্মতের জন্য উজ্জ্বল বাতী' *(মওযূ'আত ইবনে জাওযী , সিলসিলা যঈফা ২/৪২পৃঃ, হা/৫৭০)*।

(৪২) مَنْ بَانَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ لَيْلَةٍ مَـــاتَ شَـــهِيْدٌ. রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ওযূ অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে এবং মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে সে শহীদের মর্যাদা পাবে' *(ইবনুস সুন্নী, সিলসিলা যঈফা ২/৯১পৃঃ, হা/৬২৯)*।

(٤٣) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

(৪৩) রাসূল (ছাঃ) বলেন, সোলায়মান (আঃ)-এর আংটিতে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ লেখা ছিল' *(উক্বায়লী, সিলসিলা যঈফা ২/১৪০ পৃঃ, হা/৭০২)*।

(٤٤) كَانَ لاَ يَقْعُدُ فِيْ بَيْتٍ مُظْلِمَةٍ حَتَّى يَضَاءُ لَهُ بِسِرَبجٍ.

(৪৪) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কোন অন্ধাকার ঘরে বসলে বাতির মত আলো হ'ত *(ইবনু সা'আদ, সিলসিলা যঈফা ২/১৪৪পৃঃ, হা/৭০৮)*।

(٤٥) كَانَ إِذَا أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ قَلَمَ أَظْفَارِهِ أَوْ اِحْتَجَمَ بَعَثَ بِهِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَدُفِنَ.

(৪৫) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন চুল ছাটাতেন অথবা নখ কাটতেন অথবা সিংগা লাগাতেন, তখন ঐগুলি 'বাক্বী' গোরস্থানে দাফন করার জন্য দিয়ে পাঠাতেন *(আবু হাতেম, সিলসিলা যঈফা ২/১৪৯পৃঃ, হা/৭১৩)*।

(٤٦) تَذْهَبُ الأَرْضُوْنَ كُلُّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلاَّ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهَا تَنْضِمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

(৪৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে মসজিদগুলি পরস্পর জমা লেগে থাকবে' *(ত্বাবারানী, সিলসিলা যঈফা ২/১৮৫পৃঃ, হা/৭৬৫)*।

(٤٧) آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أبْرَهِيْمُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

(৪৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তার শেষ বাক্যটি ছিল حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. (হাসবিয়াল্লা-হু নি'মাল ওয়াকীল) *(ইবনু আসাকির, সিলসিলা যঈফা ২/২০৫পৃঃ, হা/৭৮৮)*।

٤٨) يَا عَائِشَةُ أمَا تَعْلَمِيْنَ أنَّ اللهَ زَوَّجَنِيْ فِيْ الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَكُلْثُوْمَ أخْتَ مُوسَى وَ امْرَأةُ فِرْعَوْنَ.

(৪৮) আবু উমামা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আয়েশা! তুমি জান না? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ইমরানের মেয়ে মারইয়াম, মূসার বোন কুলছূম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার সাথে আমার বিবাহ সম্পন্ন করেছেন' *(উক্বায়লী, সিলসিলা যঈফা ২/২২০ পৃঃ, হা/৮৩৫)*।

(৪৯) الغِيْبَةُ تُنْقِضُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, গীবত ওযূ ও ছালাতকে নষ্ট করে দেয়' *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফা ২/২৩৩পৃঃ, হা/৮৩৫)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوَكُّئُ عَلَى عَصًا مِنْ أَخْلاَقِ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصًا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَيَأْمُرُنَا بِالتَّوَكُّؤِ عَلَيْهَا.

(৫০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লাঠির উপর ঠেস দেওয়া নবীদের বৈশিষ্ট্য। রাসূল (ছাঃ)-এর লাঠি ছিল, তিনি তার উপর ঠেস দিতেন এবং আমাদের এর আদেশ করতেন’ *(ইবনু আদী, সিলসিলা যঈফা ২/৩১৬পৃঃ, হা/৯১৬)*।

(৫১) لاَ جُمْعَةَ وَلاَ تَشْرِيْقَ إلاَّ فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ আবু হানীফার ধারণা, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘শহর ছাড়া ঈদ ও জুম‘আ নেই’ *(কিতাবুল আছার, সিলসিলা যঈফা ২/৩১৭পৃঃ, হা/৯১৭)*।

(৫২) إنَّ اللهَ وِتْرٌ يَحِبُّ الْوِتْرَ সোলায়মান ইবনু সা‘আদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড় ভালবাসেন’ *(ইবনু আবী শায়বা, হাদীছ যঈফ, সিলসিলা যঈফা ২/৩৪৪পৃঃ, হা/৯৩৯)*।

(৫৩) كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ. ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাত আরম্ব করার সময় দু’হাত ইঠাতেন, আর উঠাতেন না’ *(বায়হাক্বী, সিলসিলা যঈফা ২/৩৪৬পৃঃ, হা/৯৪৩)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল ও বাতিল।

(৫৪) إِذَا أَكَلْتُمْ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَروَحُ لِأَقْدَامِكُمْ. আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘খাওয়ার সময় তোমরা তোমাদের জুতা খুলে নাও, এটা তোমাদের পায়ের জন্য আরামদায়ক’ *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফা ২/৪১১পৃঃ, হা/৯৮০)*।

(৫৫) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

(৫৫) যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করবে তার ছালাত হবে না' *(ইবনু হিব্বান, সিলসিলা যঈফা ২/৪২০পৃঃ, হা/৯৯৩)* হাদীছ বাতিল।

(৫৬) كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কংকর বা তাসবীহ দানায় তাসবীহ পাঠ করেন' *(তারীখে জুরজান, হাদীছ জাল, সিলসিলা যঈফা ৩/৪৭পৃঃ, হা/১০০২)*।

عَنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ.

(৫৭) হাত্বিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার মরণের পর আমার কবর যিয়ারত করে সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সথে সাক্ষাৎ করল' *(দারাকুতনী, সিলসিলা যঈফা ৩/৮৯পৃঃ, হা/১০২১)*।

عَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنِّي حَدِيْثًا يُوَافِقُ الْحَقَّ فَخُذُوا بِهِ حَدَّثْتُ بِهِ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ.

(৫৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আমার পক্ষ থেকে হক্বের অনুসরণে কোন কথা বলা হবে, তোমরা তা গ্রহণ কর, সে কথা আমার হোক বা না হোক' *(উক্বায়লী, সিলসিলা যঈফা ৩/২০৩ পৃঃ, হা/১০৮৩)*।

(৫৯) صِحَّةً يَا أُمَّ يُوْسُفَ قَالَهُ لَهَا شَرِبَتْ بَوْلَهُ রাসূল (ছাঃ) একদা এক কাঠের বাটিতে পেশাব করে খাটের নিচে রেখেছিলেন। উম্মু হাবীবা ঐ পেশাব পান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, 'উম্মু হাবীবা এ পেশাব স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী' *(সিলসিলা যঈফা ৩/২২৮ পৃঃ, হা/১১৮২)*।

(٦٠) الجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى خَمْسِيْنَ رَجُلاً وَلَيْسَ عَلَى مِنْ دُوْنِ الْخَمْسِيْنَ جُمْعَةً.

(৬০) আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ৫০ জন লোক হ'লেজুম'আ আদায় করা যরূরী। ৫০ জনের কম হ'লেজুম'আ আদায় করতে হবে না' *(ত্বাবারানী, সিলসিলা যঈফা ৩/৩৪৮পৃঃ, হা/১২০৩)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِّ خَتَمَةٍ لِلْقُرْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

(৬১) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কুরআন শেষে দো'আ কবুল হয়' *(ইবনু আসাকির, সিলসিলা যঈফা ৩/৩৬৯পৃঃ, হা/১২২৪)*।

(৬২) حُبُّ الدُّنْيَا رَأسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ. হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, পৃথিবীকে ভালবাসা পাপের মূল' *(শু'আবুল ঈমান, সিলসিলা যঈফা ৩/৩৭০পৃঃ, হা/১২২৬)*।

(৬৩) সকালে ১০০০ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ পড়ার হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফা ৩/৩৯৬পৃঃ, হা/১২৪৪)*। তবে সকালে ১০০ বার ও বিকালে ১০০ বার পড়ার হাদীছটি ছহীহ *(মুসলিম, মিশকাত দো'আ অধ্যায়)*।

(٦٤) لَمَّا أَسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ رُوَيْدًا فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّى قَالَ وَهُوَ يُصَلِّى قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُوْلُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ ربُّ الْمَلاَئِكَةِ وِالرُّوْحُ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي.

(৬৪) আত্বা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ)-কে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাকে বললেন, একটু ধীরে চলুন, আপনার প্রতিপালক ছালাত আদায় করছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তিনি ছালাত আদায় করছেন? জিব্রাঈল বললেন, জি হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তিনি ছালাতে কি বলছেন? জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, তিনি বলছেন, سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ ربُّ الْمَلاَئِكَةِ وِالرُّوْحُ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي. দো'আটি *(মওযূ'আতে ইবনু জাওযী, সিলসিলা যঈফা ৩/৫৭১পৃঃ, হা/১৩৮৭)*।

(৬৫) أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرٌ আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঋতুর নিম্ন সীমা ৩ দিন, আর ঊর্ধ্ব সীমা ১০ দিন' *(ত্বাবারানী, সিলসিলা যঈফা ৩/৬০০পৃঃ, হা/১৪১৪)*। ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, কম-বেশী সময়সীমার হাদীছ জাল। অনুরূপ বলেন ইমাম শাওকানী (রহঃ)। মহিলাদের অভ্যাসগত সীমাই হচ্ছে ঋতুর সময়সীমা। তা একদিনের কমও হ'তে পারে *(সিলসিলা যঈফা ৩/৬৩৯পৃঃ)*।

(৬৬) سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জনগণের নেতা হচ্ছেন জনগণের খাদেম' *(আমালী, সিলসিলা যঈফা ৪/৯পৃঃ, হা/১৫০২)*। হাদীছ জাল।

(٦٧) أَوَّلُ شَهْرِ رِمِضَانَ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ.

(৬৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযানের প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় দশ দিন ক্ষমা ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি' *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফা ৪/৭০পৃঃ, হা/১৫৬৯)*।

(৬৮) خَلِيْلِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُوَيْسُ الْقُرْنِيْ. রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এই উম্মতের মাঝে আমার দোস্ত হচ্ছেন উওয়াইস কুরনী' *(ত্বাবাকাত ইবনে সা'আদ, সিলসিলা যঈফা ৪/১৯৮পৃঃ, হা/১৭০৭)*। এই জাল হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি এই উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করলে আবুবকরকে করতাম' *(মুসলিম, সিলসিলা ৪/১৯৮ পৃঃ)*।

(৬৯) الأَضْحِيَةُ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ কুরবানী দাতার জন্য কুরবানীর জন্তুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি নেকী রয়েছে' *(তিরমিযী, সিলসিলা যঈফা, যঈফ ও মওযূ হাদীছের সংকলন, পৃঃ ২৯২)*।

(৭০) مَنْ تَكَلَّمَ فِيْ الْمَسْجِدِ بِكَلَامِ الدُّنْيَا أَحْبَطَ اللهُ أعمَالَهُ. 'যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াদারির কথা বলে আল্লাহ তার আমল নষ্ট করে দেন' *(ছাগানী, যঈফ ও মওযূ হাদীছের সংকলন, পৃঃ ৭৯)*।

মিথ্যা বক্তব্য

মিথ্যা বক্তব্য-১ঃ রাজশাহী থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকায় 'হাদীছের আলোকে মহিলাদের ফযীলত ও মর্যাদা' শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নোক্ত ভ্রান্ত ও বাতিল বক্তব্যগুলি বিধৃত হয়েছে। যা পাঠকদের সতর্কতার জন্য এ অধ্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করা হ'ল।-

"(১) একজন নেককার মহিলা ৭০ জন আউলিয়ার চেয়ে উত্তম।

(২) একজন বদকার মহিলা এক হাজার বদকার পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।

(৩) একজন গর্ভবতী মহিলার দু'রাকাত নামায গর্ভহীন মহিলার ৮০ রাকাত নামাযের চেয়ে উত্তম।

(৪) গর্ভবতী মহিলার প্রত্যেক রাত এবাদত ও দিনগুরো রোযা হিসাবে গণ্য হবে।

(৫) একটি সন্তান ভুমিষ্ট হ'লে৭০ বৎসরের নামায রোযার নেকী তার আমলনামায় লিখা হয়।

(৬) প্রসবের সময় যে কষ্ট হয়, ব্যথা হয়, প্রতিবারের ব্যথার কারণে হজ্জের সওয়াব হয়।

(৭) যে মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করান তিনি প্রতি ফোটা দুধের বিনিময়ে একটি নেকী লাভ করেন।

(৮) যদি বাচ্চা কাঁদে আর মা কোন প্রকর বদদোয়া না দিয়ে তাকে দুধ পান করান, আল্লাহ পাক তাকে এক বৎসরের নামায ও এক বৎসরের রোযার নেকী দান করেন।

(৯) যখন বাচ্চাকে দুধ পান করানো হয়ে যায়, তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে সে মাকে সুসংবাদ দান করেন যে, আল্লাহ পাক তোমার জন জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

(১০) যে মহিলা সন্তানের কান্নার জন্যে ঘুমাতে পারেন না, তিনি ২০ জন গোলাম আযাদ করার নেকী পান।

(১১) যে মহিলা তার অসুখের কারণে কষ্ট ভোগ করেন এবং তারপরও সন্তানের সেবা করেন আল্লাহ পাক ঐ মহিলার পিছনের সব গুনাহ মাফ করে দেন এবং ১২ বৎসরের ইবাদতের ছওয়াব দান করেন।

(১২) স্বামী পেরেশান হয়ে ঘরে আসলে যে স্ত্রী স্বামীকে খোশ আমদেদ বলে এবং শান্তনা দেয় তিনি জেহাদের অর্ধেক নেকী লাভ করেন।

(১৩) যখন স্বামী স্ত্রী একে অন্যের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান, তখন আল্লাহ পাকও তাদের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান।

(১৪) যে মহিলা স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠান ও নিজেকে হেফাজত করেন এবং ঘরে থাকেন তিনি পুরুষের ৫০০ বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবেন এবং ৭০ হাজার ফেরেশতা তাকে স্বাগত জানাবে এবং তিনি হুরদের নেত্রী হবেন। তাকে বেহেশতে গোসল দেয়া হবে। সে ইয়াকুতের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবে।

(১৫) যে স্ত্রী স্বামীর অনুরোধ ছাড়াই তাঁর পা দাবিয়ে দেণ আল্লাহ পাক তাঁকে ৭ তোলা স্বর্ণ দান করার সওয়াব দান করেন। আর যদি স্বামীর অনুরোধের পর পা দাবিয়ে দেন, তাহ'লে৭ তোলা রৌপ্য দান করার সওয়াব দান করেন।

(১৬) স্বামী যখন মাঠ থেকে ঘরে ফিরে আসেন, তখন যদি স্ত্রী তাকে খানা খাওয়ান ও স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন খেয়ানত না করেন, তাহ'লে আল্লাহ পাক সে স্ত্রীকে ১২ বৎসরের নফল নামাযের ছওয়াব দান করবেন।

(১৭) স্বামী স্ত্রীকে একটি মাসআলা শিক্ষা দিলে ৮০ বৎসরের এবাদতের সমান সওয়াব পাবেন।

(১৮) যে মহিলা যিকিরে সাথে ঘর ঝাড়ু দেন আল্লাহ পাক তাকে কাবা ঘর ঝাড়ু দেয়ার সমান সওয়াব দান করেন।

(১৯) যে মহিলা নিজের জানোয়ারের দুধ দোহন করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে ঐ জানোয়ার তার জন্য দোয়া করে।

(২০) যে মহিলা বেগানা পুরুষকে উকি মেরে দেখে আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলার প্রতি অভিসম্পাত করেন।

(২১) দুনিয়াতে প্রত্যেক কষ্ট সহ্যকারী মহিলা ফিরআউনের নেককার স্ত্রী আসিয়া-এর মত সওয়াব পাবেন।

(২২) সকল জান্নাতীগণ আল্লাহ পাকের সাক্ষাতের জন্য যাবেন কিন্তু যে মহিলা দুনিয়াতে পর্দা করে চলবেন, আল্লাহ পাক স্বয়ং তার সাক্ষাতের জন্য আসবেন।

(২৩) একজন দোযখী মহিলা ৪ জন্য পুরুষকে নিয়ে দোযখে যাবেন (১) পিতা (২) ভাই (৩) স্বামী (৪) নিজের ছেলে। ঐ মহিলা বলবে তারা আমাকে দীন ইসলাম শিক্ষা দেয়নি।

(২৪) মহিলাগণ ঘরের খেদমত আনজাম দিলে গাজীদের সমান সওয়াব পাবেন।”

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি পাঠে সচেতন পাঠক মাত্রই বঝতে পারবেন যে, এগুলি ডাহা মিথ্যা কথা। এর কোন ব্যাখ্যার প্রযোজন নেই। সরলমনা নারীদেরকে বিভ্রান্ত করাই হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য। এ ধরনের বাতিল পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক থেকে নিজেদের হেফাযতে রাখা আবশ্যক।

মিথ্যা বক্তব্য-২ঃ ‘শিরক মুক্ত চরিত্র গঠন’ বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, হুজুর (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়েছে সে যেন নিজের ছুরি দ্বারা নিজেকে হত্যা করেছে। যে দুই ওয়াক্ত নামাজ ছেড়েছে সে যেন আল্লাহর শত্রু। যে চার ওয়াক্ত নামাজ ছেড়েছে সে যেন মক্কা শরীফকে দশবার ধ্বংস করেছে। যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছেড়েছে তাকে আল্লাহ পাক ডেকে বলেন, হে পাপী বান্দা! আমি তোমার থেকে পবিত্র। আমার শত্রু তুমি এবং তোমার শত্রু আমি। তুমি আমার আসমান ও জমিন থেকে চলে যাও। যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ কারীকে সামান্য পরিমাণ সাহায্য করিবে সে যেন আপন মাতার সহিত এক হাজার বার জেনা করিল। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত পড়িল সে যেন আদম (আঃ) এর সঙ্গে বিশ বার হজ্জ করার নেকী পাইল। যে ব্যক্তি যোহরের নামাজ জামাতের সহিত পড়িল, সে যেন ইব্রাহীম (আঃ) এর সঙ্গে ষাট বার হজ্জ করার নেকী পাইল। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ জামাতের সহিত পড়িল, সে যেন হুজুর (ছাৎ) এর সঙ্গে একশ বার হজ্জ করার নেকী পাইল।

বর্ণিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। যাকে হাদীছ বলে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

মিথ্যা বক্তব্য-৩ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, 'ওমর (রাঃ) বলেছেন, 'আমার সারা জীবনের আমল আবুবকর ছিদ্দীক্বের একদিন এবং এক রাতের সমান'।

এ বক্তব্য সত্য নয়। এর প্রমাণে কোন ছহী হাদীছ নেই।

মিথ্যা বক্তব্য-৪ঃ বক্তাদের মুখে শুনা যায় যে, 'রাসূল (ছাঃ) মক্কা হ'তেমদীনায় হিজরতের সময় যে গর্তে ঢুকেছিলেন, সে গর্তে অনেক ছিদ্র ছিল। আবুবকর (রাঃ) ছিদ্রগুলি কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। একটা গর্ত বাকী থাকলে সেটা তিনি পা দিয়ে বন্ধ করেন। রাসূল (ছাঃ)-কে দেখার জন্য বহুদিন থেকে ঐ গর্তে সাপ ছিল। সাপটি আবুবকরের পায়ে কামড় বসিয়ে দিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দংশন স্থানে থুথু দিলে বিষ নষ্ট হয়ে যায়'।

উপরোক্ত বক্তব্য সত্য নয়। এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। যঈফ হাদীছের মাধ্যমে বক্তব্যের কিছু অংশের প্রমাণ পাওয়া যায় *(রাযীন, মিশকাত হা/৬৩২৫)*।

মিথ্যা বক্তব্য-৫ঃ বক্তাদের মুখে শুনা যায়, 'ওয়াইসক্বারনীনামে জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) এর মহব্বতে তার সমস্ত দাঁত ভেঙে ফেলেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তার জামা-কাপড় তাঁকে প্রদান করার জন্যওয়াচিয়ত করে গেছেন এবংতকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন'।

বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানাওয়াট ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কোন ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে আবু বকর (রাঃ)-কে করতাম। কিন্তু তিনি আমার ভাই এবং সাথী *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০১১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কোন ব্যক্তি তার বন্ধু নয়, বরং সকল মুমিন মুসলিম তার ভাই।

মিথ্যা বক্তব্য-৬ঃ রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ) কে তার বিছানায় রেখে হিজরত করেন। মুশরিকরা বাড়ী ঘেরাও করে রাখে। সকালে বাড়ির উপর আক্রমণ করে দেখল যে বিছানায় আলী (রাঃ) শুয়ে আছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নেই। তারা আলীকে জিজ্ঞস করল, মুহাম্মাদ কোথায়? তিনি বললেন, আমি জানি না। তারা তাঁর পালিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখে দেখে পাহাড়ে চলে গেল। তারা গারে ছাউর

পাহাড়ের পার্শ্বে যাওয়ার সময় দেখল গর্তের মুখে মাকড়শার জাল। কবুতরে দু'টি আন্ডা দিয়েছে। তারা মনে করল, এগর্তে মানুষ প্রবেশ করলে গর্তের মুখে মাকড়শার জাল থাকত না'।

এরূপ বক্তব্যের প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ বক্তব্যের কিছু অংশ যঈফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় *(মিশকাত হা/৫৯৩৪)*।

মিথ্যা বক্তব্য-৭ঃ বক্তাদের মুখে শুনা যায়, 'একদা চান্দ্র রাতে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আয়েশার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আকাশের তারার সমান কারো নেকী আছে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ ওমরের নেকী আছে। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাহ'লেআবুবকরের নেকী কোথায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওমরের সমস্ত নেকী আবুবকরের এক রাতের নেকীর সমান বা একটি নেকীর সমান'।

বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ বক্তব্য জাল হাদীছে পাওয়া যায় *(রাযীন, মিশকাত হা/৬০৫৯)*।

মিথ্যা বক্তব্য-৮ঃ বক্তাদের মুখে শুনা যায়, 'এমন পাঁচটি রাত রয়েছে যে রাতগুলিতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না- (১) রজব মাসের প্রথম রাত (২) ১৫ ই শা'বান রাতে (৩) জুম'আর রাতে ঈদুল ফিতরের রাত্রে এবং কুরবানীর রাতে।

এ বক্তব্য মিথ্যা, বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন *(সিলসিলা যঈফা, ৩/৬৪৯ পৃঃ হা/১৪৫২)*।

মিথ্যা বক্তব্য-৯ঃ বক্তাদের মুখে শুনা যায়, পাঁচটি জিনিস ছিয়াম ও ওযূ নষ্ট করে দেয় (১) মিথ্যা কথা (২) পরনিন্দা (৩) সুদখোরী (৪) মনোবৃত্তির সাথে লক্ষ্য করা (৫) মিথ্যা কসম।

এটি মিথ্যা বক্তব্য। এ বক্তব্যের ভিত্তি জাল *(সিলসিলা ৪/১৯৯ পৃঃ হা/১৭০৮)*।

মিথ্যা বক্তব্য-১০ঃ কোন বক্তা বলেন, যে পাঁচটি কাজ ইবাদত- (১) কম খাওয়া (২) মসজিদে বসে থাকা (৩) কুরআন না পড়ে কুরআনের দিকে তাকনো (৪) আলেমদের দিকে লক্ষ্য ও (৫) পিতামতার প্রতি লক্ষ্য'।

এ বক্তব্য মিথ্যা। এ বক্তব্যের ভিত্তি জাল হাদীছ *(সিলসিলা ৪/২০১ পৃঃ হা/১৭১০)*।

মিথ্যা বক্তব্য-১১ঃ শুনা যায়, জান্নাতে একটি নহর আছে, যার নাম 'রাজাব'। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিঠা । যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তাকে ঐ নহরের পানি পান করাবেন।

এ বক্তব্য মিথ্যা, এর ভিত্তি জাল হাদীছ *(সিলসিলা ৪/৩৭০ পৃঃ; হা/১৮৯৮)*।

মিথ্যা বক্তব্য-১২ঃ কোন কোন বক্তার মুখে এবং বাজারে প্রচলিত জারীগানের ক্যাসেটে শুনা যায়, 'ওছমান (রাঃ) এর বাড়ীতে নাকি বিরাট খাওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে নবীকরীম (ছাঃ) সহ আরবের প্রায় সকল মুসলমানকে দাওয়াত করা হয়। কিন্তু ওছমান (রাঃ) এর স্ত্রী এবং মহানবী (ছাঃ) এর কন্যা কুলছূম তাঁর বোন ফাতিমাকে দারিদ্রের কারণে দাওয়াত করেনি। ফলে নবী করীম (ছাঃ) সহ সকলে খেতে বসে দেখেন সমস্ত খাবার কয়লায় পরিণত হয়েছে। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফাতিমাকে দাওয়াত দিলে কয়লা পুনরায় খাবারে পরিনত হয় এবং ফাতেমা (রাঃ) নিজে সকলকে খাবার পরিবেশন করেন।

উক্ত ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ ঘটনায় কুলছূমেরউপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, যা কবীরা গুনাহ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭ পৃঃ)*। কারণ কুলছূম ও ফাতিমার মধ্যে এমন কোন শত্রুতা ছিল না, যার কারণে কুলছূম ফাতিমাকে ছেড়ে অন্যান্যদের দাওয়াত করবেন। আর রাসূল (ছাঃ) খেতে বসবেন অথচ খাবার কয়লা হয়ে যাবে। এমন অবমাননাকর ঘটনা কখনও ঘটতে পারে না। কাজেই এ ধরনের বক্তব্য শুনা থেকে বিরত থাকা যরূরী। সাথে সাথে মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ সম্বলিত এরূপ ক্যাসেটের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত। অনেকেই বলেন, দাওয়াত খেতে যাওয়ার সময় জিব্রাঈল (আঃ) জান্নাত থেকে শাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। তালী দেওয়া শাড়ী খুলে জান্নাতের শাড়ী পরলে তালী দেওয়া শাড়ী কাঁদতে আরম্ভ করে। তখন তালীযুক্ত শাড়ীকে জান্নাতের শাড়ীর উপরে পরেন। এ ঘটনাও মিথ্যা।

মিথ্যা বক্তব্য-১৩ঃ কোন কোন বক্তার মুখে শুনা যায় যে, মানুষের আত্মা দুই প্রকার। এক প্রকার তার মৃত্যুর সাথে সাথে বের হয়ে যায়। আর এক প্রকার

আত্মা ৪০ দিন ধরে বাড়ীতে অবস্থান করে। ৪০ দিন পর (চল্লিশা) খানা দিয়ে কিছু আটা কুলায় রাখলে আটার উপর পা দিয়ে চলে যায়।

এরূপ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মিথ্যা বক্তব্য-১৪ঃ অনেক ইমাম ও বক্তাদের মুখে শুনা যায় যে, সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ আসর সকল মৃত মানুষের রূহ দুনিয়াতে ফিরে আসে এবং নিজ নিজ ওয়ারিছগণের নিকট হ'তেছাদাক্বা, দান-খয়রাত ইত্যাদির ছওয়াব নিয়ে শুক্রবার ছালাতের পর পুনরায় নিজ নিজ কবরে ফিরে যায়'।

কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কুরআন-হাদীছের সাথে এ বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নেই।

মিথ্যা বক্তব্য-১৫ঃ অনেক বক্তার মুখে শুনা যায়, 'রামাযান মাসে ওমরা করলে হজ্জের নেকী পাওয়া যায়'।

রামাযান মাসে ওমরাহ করলে হজ্জের নেকী পাওয়া যায় এ কথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথাও নেই।

মিথ্যা বক্তব্য-১৬ঃ 'সাত জনের পক্ষ থেকে একটি গরু আক্বীক্বা করা যায় এবং কুরবানী ও আক্বীক্বা এক গরুতে করা যায়। এর সত্যতা জানতে চাই।

এ বক্তব্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী।

মিথ্যা বক্তব্য-১৭ঃ অনেক ইমাম ও বক্তার মুখে শুনা যায় যে, মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত আউয়াবীনের ছালাত আদায় করলে ১২ বছরের পাপ মাফ হয় এবং ১২ বছর ছিয়াম অবস্থায় দান করার সমান নেকী পাওয়া যায়।

এ কথা সম্পূর্ন মিথ্যা ও বানাওয়াট। তবে মাগরিবের পর ৬ রাক'আত ছালাত আদায় করলে ১২ বছরের ইবাদতের সমান নেকী হয় বলে তিরমিযীতে একটি হাদীছ পাওয়া যায়, যা নিতান্তই যঈফ।

মিথ্যা বক্তব্য-১৮ঃ ইলিয়াসী পন্থায় তাবলীগকারীদের মুখে শুনা যায় যে, যাকাতের মর্যাদা হাদিয়ার নিম্নে। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) এর উপর ছাদাক্বা হারাম ছিল, আর হাদিয়া হালাল ছিল।

এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মিথ্যা বক্তব্য-১৯ঃ ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বক্তাদের মুখে শুনা যায় যে, তিনি স্বীয় বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদেরকে প্রহার করতে গিয়ে তার বোনের কাছ থেকে সূরা ত্ব-হার কতিপয় আয়াত শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ ঘটনা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আর কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (তিরমিযী, মিশকাতহা/৬০৩৬)।

মিথ্যা বক্তব্য-২০ঃ অনেক বক্তা বলেন, 'মৃতব্যক্তি কষ্টে থাকলে স্বপ্নে দেখা যায়'।

এ কথা সঠিক নয়।

মিথ্যা বক্তব্য-২১ঃ তাবলীগ জামা'আতের ভাইগণ বলেন, যে কোন ব্যক্তি তাবলীগে গিয়ে নিজ প্রয়োজনে ১ টাকা ব্যয় করলে ৭ লক্ষ টাকার সমান নেকী পাবে। ১টি নেকী করলে ৪৯ কোটি নেকী পাবে এবং কারু জন্য অপেক্ষা করলে লায়লাতুল ক্বদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে ইবাদত করার নেকী পাবে।

উপরোক্ত কথাগুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী।

মিথ্যা বক্তব্য-২২ঃ অনেক বক্তার মুখে শুনা যায়, 'যখন কোন ব্যক্তি ছালাতের জন্য ওযূ করতে শুরু করে, তখন চারজন ফেরেশতা একটি চাদরের চার কোনা ধরে ওযূকারীর মাথার উপর ধরে রাখে। এমতাবস্থায় ওযূকারী পরপর চারটি কথা বললে ফেরেশতা চারজন চাদর ছেড়ে দিয়ে চলে যায়'।

এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মিথ্যা বক্তব্য-২৩ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মে'রাজে গিয়ে আল্লাহর আরশের সত্তর হাযার পর্দা অতিক্রম করেছিলেন তখন গায়েবী আওয়ায শুনতে পেলেন যে, আবুবকর (রাঃ) বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাবধান আল্লাহ এখন ছালাত আদায় করছেন'।

এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মিথ্যা বক্তব্য-২৪ঃ অনেক বক্তার মুখে শুনা যায়, 'রজব মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করলে এক মাস ছিয়াম পালন করার সমান নেকী লিখা হবে'।

এ বক্তব্য মিথ্যা ও বানাওয়াট। এর ভিত্তি হচ্ছে জাল হাদীছ।

মিথ্যা বক্তব্য-২৫ঃ জনৈক বক্তা বলেন, 'আল্লাহ কা'বা ঘরকে বলবেন জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা বলবে, না। তারপর বলা হবে ইমাম সহ জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা বলবে না, আমি সকল মুছল্লীকে নিয়ে জান্নাতে যাব'।

বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মিথ্যা বক্তব্য-২৬ঃ জনৈক বক্তা বলেন, 'বালাগাল উলা বিকামালিহী কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী হাসুনাত জামীউ খিছালিহী ছাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী। এটি আল্লাহ পাক শেখ ফরীদুদ্দীনের শানে নাযিল করেছেন।

এটি কুরআন-হাদীছের কোথাও নেই। পারস্য কবি শেখ সাদী হাদীছে বর্ণিত দরূদ প্রত্যাখ্যান করে নাতে রাসূলের নামে এ বিদ'আতী দরূদটি চালু করেন। এ দরূদ যেমন ভিত্তিহীন তেমনি শেখ ফরীদুদ্দীনের শানে নাযিল হওয়ার ব্যাপারটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কাজেই এ দরূদ পড়া এবং এরূপ দাবী পরিহার করা একন্তা যরূরী।

মিথ্যা বক্তব্য-২৭ঃ অনেক বক্তার মুখে শুনা যায় যে, 'রাসূল (ছাঃ) এর যুগে ছাহাবীগণ ছালাত আদায়ের সময় দু'বগলে গোপনীয়ভাবে ছোট ছোট পুতুল রাখতেন। আর এজন্য রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে রাফউল ইয়াদায়েন করতে বলেছিলেন'।

এ মিথ্যা বক্তব্যের মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়।

মিথ্যা বক্তব্য-২৮ঃ আমাদের দেশের পীরের মুরীদগণ বলে থাকেন, 'উকিল ছাড়া যেমন জজের কাছে যাওয়া যায় না তেমনি পীর ছাড়া আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায় না'।

এটি শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

মিথ্যা বক্তব্য-২৯ঃ 'বিশ্বনবীর কথা' নামক একটি বইয়ে পড়েছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভুমিষ্ট হওয়া মাত্রই সিজদায় পড়ে ইয়া উম্মাতী ইয়া উম্মাতী বলেছিলেন'।

এ কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

মিথ্যা বক্তব্য-৩০ঃ জনৈক মাওলনা বক্তব্যের মাঝে বললেন, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করে বাসর রাতে উভয়ে লজ্জাতে কথা বলেননি। এমন সময় আল্লাহ গায়েব থেকে জানালেন, তুমি তোমার স্ত্রীর পাঁচ স্থানে ৫টি চুমা দাও। তাহ'লে খাদীজাও তোমার দু'জায়গায় চুমা দিবে। রাসূল (ছাঃ)ও খাদীজা তাই করলেন। কাজেই বাসর রাতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে তাই করতে হবে'।

এ কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মিথ্যা বক্তব্য-৩১ঃ অনেক বক্তা খায়রুল হাশর গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেন, 'আদম (আঃ)-এর জোড়া সন্তান হ'ত। কিন্তু শীষ (আঃ) একাই জন্ম নেন। কাজেই বিবাহের সময় তার কোন পাত্রী না পাওয়ায় জান্নাতের হুরের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়'।

এ কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মিথ্যা বক্তব্য-৩২ঃ মীলাদ অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না'।

এটি জাল হাদীছের ভিত্তিতে বলা হয়। ছহীহ সূত্রে এর কোন প্রমাণ নেই।

মিথ্যা বক্তব্য-৩৩ঃ অনেক বক্তা বলেন, 'এক ওয়াক্ত ছালাত কাযা করলে নাকি ৮০ হুকবা জাহান্নামে জ্বলতে হবে'।

এটি মকছুদুল মুমেনীন গ্রন্থে আছে। এটি কোন হাদীছের বক্তব্য নয়।

মিথ্যা বক্তব্য-৩৪ঃ অনেক বক্তা বলেন যে, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন ছায়া ছিল না। তিনি ছিলেন অতি মানব'।

এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। তাঁর ছায়া ছিল *(মুমিন৬; কাহাফ ১১০; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭)*।

মিথ্যা বক্তব্য-৩৫ঃ জনৈক বক্তা বলেন, ঠাণ্ডার দিন ভাল করে ওযূ করলে দু'পাল্লা নেকী হবে, আর গরমের দিনে ভাল করে ওযূ করলে এক পাল্লা নেকী হবে'।

এ বক্তব্য মিথ্যা *(সিলসিলা হা/৮৪০)*।

মিথ্যা বক্তব্য-৩৬ঃ অনেক বক্তার মুখে শুনা যায় আল্লাহর নবী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেন, আয়েশা আল্লাহ জান্নাতে আমার বিবাহ দিবেন ঈসা (আঃ)-এর মা মারইয়াম, মূসরা বোন কুলছূম ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার সাথে'।

এ বক্তব্য মিথ্যা *(সিলসিলা হা/৮১২)*।

মিথ্যা বক্তব্য-৩৭ঃ অনেক বক্তা বলেন, ‘মুসলিম জনঘন যা ভাল মনে করেন আল্লাহ তা ভাল মনে করেন। মুসলিম জনগণ যা খারাপ মনে করেন আল্লাহ তা খারাপ মনে করেন’। এ বক্তব্য মিথ্যা।

মিথ্যা বক্তব্য-৩৮ঃ অনেক বক্তা বলেন, ‘আল্লাহ নিরাকার’।

এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কুরআনের একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী। কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহকে সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কান ও চোখ আছে। আল্লাহর হাত আছে *(মায়েদা ৬৪, যুমার ৬৭)*। আল্লাহর পা আছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৯৫)*। আল্লাহ প্রত্যোক রাতের শেষাংশে স্বীয় আসন ত্যাগ করে প্রথম আকাশে নেমে আসেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)*। তবে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন কিভাবে আসেন তা বলা যাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তাঁর মত কেউ নেই *(শূরা ১১)*।